



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) এর অর্জিত আয়
সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর- ৩৪ /২০২১



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) এর অর্জিত আয়
সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর- ৩৪ /২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
১	মুখবন্ধ	vii
অধ্যায়-১		
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-৬
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৭
অধ্যায়-২		
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১১-১২
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৩-৪৪
দ্বিতীয় অংশ		
৭	পরিশিষ্টসমূহ	৪৭-৮৩

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অর্জিত আয়ের কার্যক্রমের বিষয়ে রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ২২ (বাইশ) টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ এর প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও এই রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: ০৪/০১/২০২১ বঙ্গাব্দ
০৭/২/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ



(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

ଅଧ୍ୟାୟ-୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

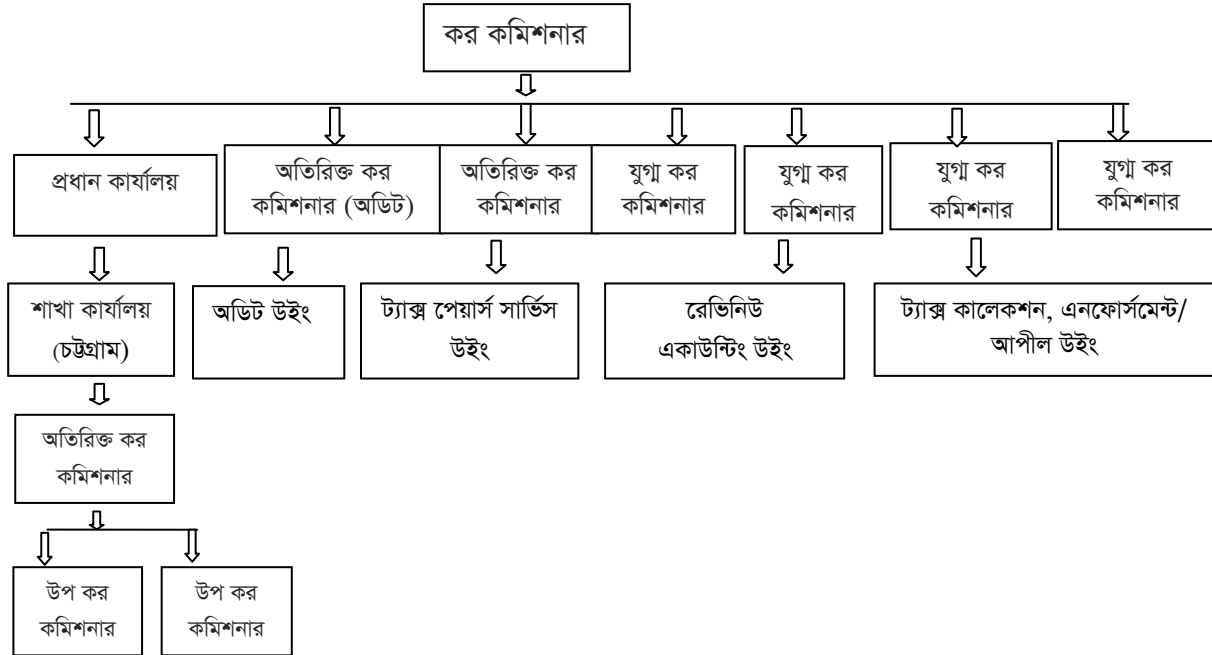
রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য: এই রিপোর্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর অধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অর্জিত আয়ের কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অধ্যাদেশ/আইন, বিধিমালা, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসাবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

- **প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:**

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর অধীন “বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর)” প্রতিষ্ঠানটি ২য় ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (৬ষ্ঠ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকায় অবস্থিত। কর ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে নভেম্বর, ২০০৩ সালে একজন কর কমিশনারের অধীনে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে করদাতাদের দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর অধীন ২০১১ সালে চট্টগ্রামে ১টি শাখা অফিস স্থাপন করা হয়।

- **প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম:** ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয়



- **প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী:**

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) এর সকল কার্যক্রম ৪টি ফাংশনাল উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উইং ৪টি যথা (ক) ট্যাক্স পেয়ার্স সার্ভিস উইং (খ) রেভিনিউ একাউন্টিং উইং (গ) ট্যাক্স কালেকশন, এনফোর্সমেন্ট এন্ড আপীল উইং (ঘ) অডিট উইং।

প্রতিটি উইং এর কার্যাবলী অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ভাবে পরিচালিত। এই ইউনিটে আয়কর সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম ৪টি উইং এর মধ্যে বণ্টনকৃত রয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে উইং ভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন করা হয়ে থাকে। এখানে একজন কর্মকর্তা আয়কর অফিসের অসংখ্য দায়িত্বপালনের পরিবর্তে একমুখী সমজাতীয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনার আওতায় বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU)-এ সৃষ্টি হয়েছে চমৎকার কর্মস্পৃহা ও গতিশীলতা। ফলে করদাতাগণ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কাজিত সেবা পেয়ে থাকেন।

- **প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator:**

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) এর তথ্য অনুযায়ী বিগত ৩ বৎসরের রাজস্ব আদায় ও লক্ষ্যমাত্রা Key Performance Indicator বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ :

আর্থিক বৎসর	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি)	রাজস্ব আদায় (কোটি)	আদায়ের হার	(হ্রাস বৃদ্ধি)
২০১৬-২০১৭	১৭,৭৯৫	১৪,৯০০	৮৩.৭৩%	
২০১৭-২০১৮	১৬,৪১২	১৬,৪৩৯	১০০.১৬%	২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসর অপেক্ষা ২০১৭-২০১৮ বৎসরে আদায়ের হার ১০.৩৩% বেশী
২০১৮-২০১৯	২১,৪১২.৭১	১৭,৪২২	৮১.৩৬%	২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসর অপেক্ষা ২০১৮-২০১৯ বৎসরে আদায়ের হার ৫.৯৮% বেশী

অডিটের আইনগত ভিত্তি: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের নিরীক্ষায় নিম্নবর্ণিত নথিপত্র বিশ্লেষণ করতঃ অডিটের পরিধি বিবেচনা করা হয়েছে:-
কর দাতাদের আয়কর নথি, আয়কর রিটার্ন, বার্ষিক প্রতিবেদন, কর আদেশ (আই টি-৮৮), কর পরিগণনা সীট (আই টি-৩০) দাবিনামা (আই টি-১৫) ও রাজস্ব প্রাপ্তির সঠিকতা ইত্যাদি।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

- **অডিটের বিষয়বস্তু:** আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর ধারা ও বিধি ব্যত্যয় ঘটিয়ে:-
 - (১) অনুমোদনযোগ্য ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন করা।
 - (২) অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করা।
 - (৩) উৎসে কর কম কর্তন করা।
- **অডিট কৌশল:**
 - দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিচালনা।
 - সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আয়কর সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আলোচনা।
 - সাক্ষাৎকার ও নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রসমূহ উদ্ঘাটন।
- **অডিটের সময়কাল:** ২৬/০১/২০২০ খ্রিঃ হতে ১১/০৬/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।

অনিয়মের কারণসমূহ:

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ৩০, ৫২, ৫৩ ও আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধির ১৬ এর ব্যত্যয়।
- অনুমোদনযোগ্য ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন করা।
- অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত বিধি বিধান এর ব্যাখ্যা (পরিপত্র) যথাযথভাবে পরিপালন না করা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু:

- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (Internal Audit)
- কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা।
- পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ৩০, ৫২, ৫৩ ও আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ সহ অন্যান্য ধারা ও বিধিসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক কর নির্ধারণ ;
- অনুমোদনযোগ্য ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন না করা ;
- অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করে আয়কর নির্ধারণ করা ;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত বিধি বিধান এর ব্যাখ্যা (পরিপত্র, এসআরও) যথাযথভাবে পরিপালন করা।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অর্জিত আয়ের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

নিরীক্ষা কালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ২২টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৪১১,১০,৮৯,৭৫৬ (চারশত এগার কোটি দশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার সাতশত ছাপ্পান্ন) টাকা যা মোট আয়ের ২.৩৬%। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ও আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর ধারা ও বিধির ব্যত্যয়।
- অননুমোদনযোগ্য ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন।
- অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করা।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে কর কম কর্তন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি রাজস্ব আদায়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ
১	মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৩,৮৯,২৮,৭০৬/-
২	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৭,০২,৫৯,১৩৮/-
৩	আমেরিকান লাইফ ইস্যুরেন্স কোং লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৯১,৭৫,০৫,৬০১/-
৪	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	২,৮৫,০৫,৬২৭/-
৫	দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৮৬,৪৯,৬০,৭৪০/-
৬	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৪৬,৫৮,০০,৭৮৫/-
৭	সানোফি বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৯,৯২,৩১,৮১০/-
৮	ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	১,৪১,৯৫,০২৫/-
৯	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৮৭,০৯,১৭,১৭২/-
১০	লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৯,৯২,৬১,৭৮৩/-
১১	প্রগতি লাইফ ইস্যুরেন্স লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	২,০৬,৬৬,১৮২/-
১২	উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৭,৬৮,৯২,২৬৭/-
১৩	আর এ কে সিরামিকস (বিডি) লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৯,৬৫,০৬,৩৬৫/-
১৪	আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৪,৪৩,৪৬,৩৪১/-

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ
১৫	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	১৭,৯৬,১৩,৬৯১/-
১৬	এপেক্স ফুটওয়্যার লিঃ এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৬,০৮,৬৭,০৩১/-
১৭	কোটস্ বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৩,৪৬,৬২,৪২১/-
১৮	ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৩৬,৫৫,৯১০/-
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	১০,১০,৩০,৪০৬/-
২০	হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৬৫,১৮,৬৩০/-
২১	মেঘনা ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৩৮,৫৪,১৩৪/-
২২	একে খান পেনফেব্রিক কোং লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	১,২৯,০৯,৯৯১/-
	মোট=	৪১১,১০,৮৯,৭৫৬/-

কথায়: চারশত এগার কোটি দশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার সাতশত ছাপ্পান্ন টাকা মাত্র।

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ- ০১

শিরোনাম : মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩,৮৯,২৮,৭০৬ (তিন কোটি ঊনব্বই লক্ষ আটশ হাজার সাতশত ছয়) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৩,৮৯,২৮,৭০৬ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৪ এ Bonus (Festival and Incentive) বাবদ খরচ দাবি করা হয় ৫৯,৪২,৩৮,৮১৯ টাকা। বেসিক স্যালারি বাবদ খরচ দাবি করা হয় ৯২,০৩,৬১,০৬১ টাকা। উহার ভিত্তিতে মাসিক বেতন দাঁড়ায় $(৯২,০৩,৬১,০৬১ \div ১২) = ৭,৬৬,৯৬,৭৫৫$ টাকা। মাসিক বেতনের ভিত্তিতে দুইটি উৎসব বোনাস বাবদ প্রকৃত খরচ $(৭,৬৬,৯৬,৭৫৫ \times ২) = ১৫,৩৩,৯৩,৫১০$ টাকা। অবশিষ্ট $(৫৯,৪২,৩৮,৮১৯ - ১৫,৩৩,৯৩,৫১০) = ৪৪,০৮,৪৫,৩০৯$ টাকা Incentive bonus বাবদ খরচ দাবি হিসেবে বিবেচিত। হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট মুনাফা ৪৩৪,৬০,৫৫,৬৮১ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (জে) মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত মুনাফা $(৪৩৪,৬০,৫৫,৬৮১ \times ১০\%) = ৪৩,৪৬,০৫,৫৬৮$ টাকা Incentive bonus বাবদ অননুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত $(৪৪,০৮,৪৫,৩০৯ - ৪৩,৪৬,০৫,৫৬৮) = ৬২,৩৯,৭৪১$ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩১, Other Expenses head এ “Professional Service Fees” বাবদ ১,০২,৪৬,৭৫৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোন প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১২.৩ চলতি কর বর্ষের জন্য “Provision for off balance sheet items” বাবদ ২৮,৬৭,৫৭,৬৩৩ টাকা এবং নোট-১২.৫.১(b) এ “Provision against Unclassified Loans” বাবদ ৬৬,৭৫,৭৯,০০০ টাকা। সর্বমোট $(২৮,৬৭,৫৭,৬৩৩ + ৬৬,৭৫,৭৯,০০০) = ৯৫,৪৩,৩৬,৬৩৩$ টাকা প্রভিশন করা হয়। প্রভিশনকৃত টাকার বিপরীতে কোন পরিশোধ নাই। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করে রাখা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এ ধরনের প্রভিশন এর কোন বিধান রাখা হয়নি বিধায় উক্ত অতিরিক্ত অর্থ মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “০১”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৩০ (জে) এবং ধারা ৫২ (এএ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০৩১.১৮-৫৮৮ তারিখ: ১৯/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন

করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৩,৮৯,২৮,৭০৬ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ০২

শিরোনাম : শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৭,০২,৫৯,১৩৮ (সাত কোটি দুই লক্ষ উনষাট হাজার একশত আটত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৭,০২,৫৯,১৩৮ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৮(এ) “Salary & Allowances” খাতে Basic Salary বাবদ খরচ ৯১,৭৩,০৩,৬৯৭ টাকা দাবি করা হয়েছে এবং Bonus বাবদ দাবি করা হয় ৩৯,৫০,৬০,২৪১ টাকা। Salary ভিত্তিতে মাসিক বেতন দাঁড়ায় $(৯১,৭৩,০৩,৬৯৭ \div ১২) = ৭,৬৪,৪১,৯৭৫$ টাকা। মাসিক বেতনের ভিত্তিতে দুইটি উৎসব বোনাস বাবদ প্রকৃত খরচ দাঁড়ায় $(৭,৬৪,৪১,৯৭৫ \times ২) = ১৫,২৮,৮৩,৯৫০$ টাকা। অবশিষ্ট $(৩৯,৫০,৬০,২৪১ - ১৫,২৮,৮৩,৯৫০) = ২৪,২১,৭৬,২৯১$ টাকা Incentive Bonus বাবদ খরচ হিসেবে বিবেচিত। এ্যানুয়াল রিপোর্টে প্রদর্শিত নীট প্রফিট ২৩৩,২৪,৪২,৪৫১ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) অনুযায়ী কোম্পানির নিরীক্ষিত এ্যানুয়াল রিপোর্টে প্রদর্শিত প্রফিট ২৩৩,২৪,৪২,৪৫১ টাকার ১০% হারে ২৩,৩২,৪৪,২৪৫ টাকা Incentive Bonus অনুমোদন যোগ্য। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত $(২৪,২১,৭৬,২৯১ - ২৩,৩২,৪৪,২৪৫) = ৮৯,৩২,০৪৬$ টাকা কোম্পানির আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৯ এ “Other Expenses” head এ Donation & Subscription বাবদ ৪৪,৪৮,৬২৬ টাকা এবং Award Expenses বাবদ ৭,৭০,০৫৮ টাকা সর্বমোট $(৪৪,৪৮,৬২৬ + ৭,৭০,০৫৮) = ৫২,১৮,৬৮৪$ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত ব্যয় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়েছে কিনা বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয়েছে কিনা সে সংক্রান্ত কোন তথ্য-প্রমাণাদি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় অনুদান, চাঁদা, গ্র্যাণ্ডওয়ার্ড বাবদ কোনো খরচ হিসেবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। এমতাবস্থায়, উক্ত খরচ কোম্পানির আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৯ এ Other Expenses head এ “Uniform & Liveries expenses” বাবদ ৩৯,৭৮৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬(এ) অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য এবং “Security Service Outsourcing” বাবদ ৫,২৭,৩০,৮৪৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী গ্রস বিল এমাইন্ট এর উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৯ এ Other Expenses head এ “Business Development & Promotion Expenses” বাবদ খরচ ১,৮৮,৯৩,১০৬ টাকা দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (২) অনুযায়ী ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৯ এ Other Expenses head এ “Unkeep & Cleaning of Office Premises” বাবদ ১,০৪,৮৬,১৯৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।

- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৯ এ Other Expenses head এ “AGM & Meeting Expenses” বাবদ ৬৫,২০,০১৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “০২”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০(এএ), ধারা ৩০(জে), ধারা ৫২, ধারা ৫২(এএ), ধারা ৫৩ই(২) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬(এ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০৩১.১৮-৫৮৮ তারিখ: ১৯/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৭,০২,৫৯,১৩৮ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ০৩

শিরোনাম : আমেরিকান লাইফ ইস্যুরেন্স কোং লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৯১,৭৫,০৫,৬০১ (একানব্বই কোটি পঁচাত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার ছয়শত এক) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আমেরিকান লাইফ ইস্যুরেন্স কোং লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৯১,৭৫,০৫,৬০১ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৬.৩ এ “Employees Gratuity Fund” বাবদ চলতি করবর্ষের জন্য Provision করা হয়েছে ৯,৬১,২৮,২৮১ টাকা। প্রকৃত পরিশোধ ৭৯,৯৮,৯২০ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত Provision করা হয়েছে $(৯,৬১,২৮,২৮১ - ৭৯,৯৮,৯২০) = ৮,৮১,২৯,৩৬১$ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এ ধরনের প্রভিশন এর কোন বিধান রাখা হয়নি বিধায় উক্ত অতিরিক্ত অর্থ মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- করদাতা কোম্পানী আমেরিকান লাইফ ইস্যুরেন্স কোং লিঃ কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত নোট-২০ এবং ২১ এ “Commission to Insurance Agents” বাবদ সর্বমোট খরচ দাবি করা হয়েছে ২৫৫,৭০,৩২,৩৩৬ টাকা, যা বিমা Commission হিসেবে বিবেচিত। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (জি) অনুযায়ী উক্ত খরচের উপর ৫% হারে বিমার কমিশন হতে উৎসে কর কর্তনের আবশ্যকতা রয়েছে। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- নোট-২২ “Agency Office rents” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ১৬,১৩,৪৩,৬৯৭ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(এ) অনুযায়ী কোনো ভাড়া বিল পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- নোট-১৬.২ “Advertisement” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ২৮,৮২,০৩২ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (কে) অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধে ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “০৩”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫৩ (এ), ধারা ৫৩ (জি) এবং ধারা ৫৩ (কে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০০২.১৮-৮২৭ তারিখ: ১৯/০৬/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন

করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৯১,৭৫,০৫,৬০১ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ০৪

শিরোনাম : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২,৮৫,০৫,৬২৭ (দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ পাঁচ হাজার ছয়শত সাতাশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২,৮৫,০৫,৬২৭ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ এ “Advertisement & publicity” খাতে উৎসে কর বাবদ ৯,১৩,৪৮৯ টাকা কম কর্তন করায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (কে) অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধে ৪% আনুপাতিক হারে $(৯,১৩,৪৮৯ \times ১০০ \div ৪) = ২,২৮,৩৭,২২৫$ টাকা অননুমোদনযোগ্য বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য ।
- “Printing & Stationary” বাবদ ২৬,৮৮৭ টাকা উৎসে কর কম কর্তন করায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী ৫% আনুপাতিক হারে $(২৬,৮৮৭ \times ১০০ \div ৫) = ৫,৩৭,৭৪০$ টাকা অননুমোদনযোগ্য বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য ।
- “Paper & Table Stationary” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ৩,৪০,২০,৬২১ টাকা । আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ।
- নোট-৩৩ এ “Business Development expenses” বাবদ ১,৮৬,১৯,৪১৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে । আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই(২) অনুযায়ী কোম্পানীর পণ্য বিপণন/ বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে ব্যবসা উন্নয়নের জন্য অর্থ পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য । দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য । [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “০৪”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ), ধারা ৫২, ধারা ৫৩ ই (২), ধারা ৫৩ (কে) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০৩১.০৮-৫৮৮ তারিখ: ১৯/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে । অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে ।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয় । আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য ।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি । আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য ।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ২,৮৫,০৫,৬২৭ টাকা আদায় করা আবশ্যিক ।

অনুচ্ছেদ- ০৫

শিরোনাম : দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৮৬,৪৯,৬০,৭৪০ (ছিয়াশি কোটি ঊনপঞ্চাশ লক্ষ ষাট হাজার সাতশত চল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৮৬,৪৯,৬০,৭৪০ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৭ এ “Publicity & Advertisement” বাবদ ৫১,৬৮,৩৩১ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(কে) অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- “Printing & Stationary” বাবদ ৪,২০,১১,৫৯০ টাকা খরচ দাবি করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-২৮ ও নোট-৩০ “Meeting expenses” বাবদ ৩৩,৪৪,০০০ টাকা ও ৭,২৬,৬১০ টাকা এবং “Training & Recruitment expenses” বাবদ ৭৩,২৪,২৬৯ টাকাসহ সর্বমোট (৩৩,৪৪,০০০ + ৭,২৬,৬১০ + ৭৩,২৪,২৬৯) = ১,১৩,৯৪,৮৭৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩৩ “Business Development expenses” বাবদ ১,৭০,৭৫,৮৭০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (২) অনুযায়ী কোম্পানীর পণ্য বিপণন/ বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে ব্যবসা উন্নয়নের জন্য অর্থ পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- নোট-৩১ এ চলতি কর বর্ষে “Provision for Loans & Advances /Investment” বাবদ ১৬৩,৪৩,৩৪,০২০ টাকা এবং নোট-৩৩ “Other Provision” বাবদ ২৪,০৪,২৫,৩১০ টাকা। সর্বমোট (১৬৩,৪৩,৩৪,০২০ + ২৪,০৪,২৫,৩১০) = ১৮৭,৪৭,৫৯,৩৩০ টাকা প্রভিশন করা হয়। প্রভিশনকৃত টাকার বিপরীতে কোন পরিশোধ নাই। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করে রাখা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এ ধরনের প্রভিশন এর কোন বিধান রাখা হয়নি বিধায় উক্ত অতিরিক্ত অর্থ মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “০৫”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২, ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ ই (২), ধারা ৫৩ (কে) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০৩১.১৮-৫৮৮ তারিখ: ১৯/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অননুমোদন জ্ঞাপন

করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৮৬,৪৯,৬০,৭৪০ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ০৬

শিরোনাম : দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৪৬,৫৮,০০,৭৮৫ (ছেচল্লিশ কোটি আটান্ন লক্ষ সাতশত পঁচাশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৪৬,৫৮,০০,৭৮৫ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৪ এর ১৪.২-তে “Provision for gratuity” বাবদ চলতি বছরে ২,০০,০০,০০০ টাকা, নোট-১৪.৩-তে “Provision for off balance sheet items” বাবদ ১,০০,০০,০০০ টাকা, নোট-১৪.৪.১-তে “Provision for protested bills” বাবদ ১৯,৬৩,৪০১ টাকা, নোট-১৪.৪.২-তে “Provision for suspense account” বাবদ ৩০,৩৬,৫৯৯ টাকা এবং নোট-১৪.৪.৩-তে “Provision for investment in shares” বাবদ ৩,০০,০০,০০০ টাকা। সর্বমোট (২,০০,০০,০০০ + ১,০০,০০,০০০ + ১৯,৬৩,৪০১ + ৩০,৩৬,৫৯৯ + ৩,০০,০০,০০০) = ৬,৫০,০০,০০০ টাকা প্রভিশন করা হয়। প্রভিশনকৃত টাকার বিপরীতে কোন পরিশোধ নাই। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করে রাখা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এ ধরনের প্রভিশন এর কোন বিধান রাখা হয়নি বিধায় উক্ত অতিরিক্ত অর্থ মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- নোট-৩৫ “Training expenses” এবং “AGM expenses” বাবদ সর্বমোট খরচ দাবি করা হয় (১,৪৪,২৬,১২৭ + ১,১০,৮৭,৬৯০) = ২,৫৫,১৩,৮১৭ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩১ এ “Publicity, Advertisement” বাবদ ৩৬,১৫,৫১,১০৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(কে) অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধে ৪% হারে উৎসে কর বাবদ ৭৭,৫৮,৬০৩ টাকা কম কর্তন করায় আনুপাতিক হারে (৭৭,৫৮,৬০৩ × ১০০ ÷ ৪) = ১৯,৩৯,৬৫,০৭৫ টাকা অননুমোদনযোগ্য।
- নোট-৩১ এ “Printing & Stationary” বাবদ ২১,৮০,৯৩,৯৫০ টাকা খরচ দাবি করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ৭% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “০৬”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২, ধারা ৫২(এএ), ধারা ৫৩ (কে) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০০২.১৮-৮২৭ তারিখ: ১৬/০৮/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন

করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৪৬,৫৮,০০,৭৮৫ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-০৭

শিরোনাম : সানোফি বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৯,৯২,৩১,৮১০ (নয় কোটি বিরানব্বই লক্ষ একত্রিশ হাজার আটশত দশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সানোফি বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৯,৯২,৩১,৮১০ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী সানোফি বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যনুয়াল রিপোর্টের নোট-২৯.২, ৩০.১ ও ৩০.২ “Casual Staff expenses” বাবদ সর্বমোট (১,৪৫,৪৭,২৩০ + ৫৫,০২,৩৭০ + ৩৫,৫৮,৫৪৩) = ২,৩৬,০৮,১৪৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী জনশক্তি সরবরাহ সেবার গ্রস বিল এমাইন্ট এর দাবিকৃত খরচের উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩০.২ এ “Sales Forces incentive” ও “Sales promotion incentive” বাবদ মোট (৬,২৩,৫২,১৪৩ + ১৭,৯৫,৫৪,৫৮৫) = ২৪,১৯,০৬,৭২৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই(১) অনুযায়ী ইনসেন্টিভ বা পারফরমেন্স সংক্রান্ত যে কোনো প্রণোদনা পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩০.১ ও ৩০.২ “Legal and professional Charges” বাবদ মোট (৫৫,২৭,৫০৪ + ১,০৩,০৮৩) = ৫৬,৩০,৫৮৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-২৯.২ ও ৩০.১ “Security Charges” বাবদ মোট (৮৯,৮৪,১১২ + ৩৩,৮৯,৮৮৮) = ১,২৩,৭৪,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “০৭”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ), ধারা ৫২ (এএ) এবং ধারা ৫৩ ই (১) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০০২.১৮-৮২৭ তারিখ: ১৬/০৮/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৯,৯২,৩১,৮১০ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-০৮

শিরোনাম : ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১,৪১,৯৫,০২৫ (এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার পঁচিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১,৪১,৯৫,০২৫ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১২.০৩, Provision for general Investment head এ চলতি করবর্ষে “Provision against classified Investment” বাবদ ৬,৮৭,৮৫৭ টাকা। নোট-১২.০৫, এ “Provision for Other Assets” বাবদ ৮,৯৬,৩৩৫ টাকা এবং “Provision against Unclassified Investment” বাবদ ৪০,৮১,০৫৫ টাকা প্রভিশন করা হয়। সর্বমোট প্রভিশন করা হয় $(৬,৮৭,৮৫৭ + ৮,৯৬,৩৩৫ + ৪০,৮১,০৫৫) = ৫৬,৬৫,২৪৭$ টাকা। প্রভিশনকৃত টাকার বিপরীতে কোন পরিশোধ নাই। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এ ধরনের কোন বিধান রাখা হয়নি বিধায় উক্ত অতিরিক্ত অর্থ মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- নোট-২৩ “Rent” বাবদ ৭২,৫৫,৩৫০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (এ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-২৪ “Legal & Professional fees” বাবদ ৮,৮৮,৬৮৫ টাকা ও নোট-২৭ এ “Director’s Fees” বাবদ ১৩,৮৪,০০০ টাকা। সর্বমোট $(৮,৮৮,৬৮৫ + ১৩,৮৪,০০০) = ২২,৭২,৬৮৫$ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-২৬ “Printing & Stationary” বাবদ ২৮,৫১,০৮৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- “Advertisement” বাবদ ৩৮,৩৩,১২৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (কে) অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-২৯ “Business Development expenses” বাবদ ১৬,০০,৯০৫ টাকা ও “Incentive expenses” বাবদ ১,৪৩,৭৫,০০০ টাকা। সর্বমোট $(১৬,০০,৯০৫ + ১,৪৩,৭৫,০০০) = ১,৫৯,৭৫,৯০৫$ টাকা খরচ দাবি করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (১) অনুযায়ী ইনসেন্টিভ বা পারফরমেন্স সংক্রান্ত প্রণোদনা পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “৮”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২, ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ (এ), ধারা ৫৩ ই (১), ধারা ৫৩(কে) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০০২.১৮-৮২৭ তারিখ: ১৬/০৮/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অননুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ১,৪১,৯৫,০২৫ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ০৯

শিরোনাম : ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৮৭,০৯,১৭,১৭২ (সাতাশি কোটি নয় লক্ষ সতের হাজার একশত বাহাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৮৭,০৯,১৭,১৭২ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ “Advertisement” বাবদ ১১৯,৭৭,৯৮,২১৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (কে) অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩২ “Stationary & Printing” বাবদ ১৪,৮৩,০১,৩৬৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ৭% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩৭ “Professional fees” বাবদ ৭,২১,৫৫,৪৭০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) ধারা অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩৭ “Salaries and allowance-Outsourcing Staff” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ৩৮,১১,০৩,৯৪৬ টাকা, যা জনশক্তি সরবরাহ সেবা হিসেবে বিবেচিত। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী জনশক্তি সরবরাহ সেবার গ্রস বিল এমআউন্টের উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩৭ “Staff Sales Incentives” বাবদ ৪০,৫৯,৪৮,৬৭০ টাকা ও “Business Promotion & Development” বাবদ ১১,৬১,৩৮,১২৪ টাকা ও নোট-৩৩.১ “Performance Bonus” বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা। সর্বমোট (৪০,৫৯,৪৮,৬৭০ + ১১,৬১,৩৮,১২৪ + ১০,০০,০০০) = ৬২,২০,৮৬,৭৯৪ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (১) অনুযায়ী ইনসেন্টিভ বা পারফরমেন্স সংক্রান্ত প্রণোদনা পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “৯”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২, ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ ই (১), ধারা ৫৩ (কে) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০৩১.১৮-৫৮৮ তারিখ: ১৯/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৮৭,০৯,১৭,১৭২ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১০

শিরোনাম : লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৯,৯২,৬১,৭৮৩ (নয় কোটি বিরানব্বই লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশত তিরিশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৯,৯২,৬১,৭৮৩ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২২.৩ ও নোট-২৩ “Security Services” বাবদ সর্বমোট (২,৭৩,০৩,০০০ + ২২,৮৭,০০০) = ২,৯৫,৯০,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়। দাবিকৃত খরচ এর উপর উৎসে কর কম কর্তন করা হয়েছে ২৯,৫১,৫৯২ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% আনুপাতিক হারে (২৯,৫১,৫৯২ × ১০০ ÷ ১২) = ২,৪৫,৯৬,৬০০ টাকা অননুমোদনযোগ্য।
- নোট-২২.৩, নোট-২২.৪, নোট-২৩ এবং নোট-২৪ “Training, Seminars and Meetings” বাবদ সর্বমোট (১০,৩৫,০০০ + ১০,৬২,০০০ + ১,৮০,৩৪,০০০ + ১,২৯,০০০) = ২,০২,৬০,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-২৪ “Advertisement” বাবদ ৭,৮৩,৮৪,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (কে) অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-২৩ “Consulting, Survey and Studies” বাবদ ২৯,০৯,১৪,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১০”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ), ধারা ৫২(এএ) এবং ধারা ৫৩ (কে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০০২.১৮-৫১৪ তারিখ: ০৪/০২/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৯,৯২,৬১,৭৮৩ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১১

শিরোনাম : প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২,০৬,৬৬,১৮২ (দুই কোটি ছয় লক্ষ ছেষটি হাজার একশত বিরাশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২,০৬,৬৬,১৮২ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৭ এ “Legal & professional Fees” বাবদ ১৫,১৩,৩০৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-২৯ “Office rent” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ৬,০২,০৮,৫৭২ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (এ) অনুযায়ী কোনো ভাড়া বিল পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের Revenue Account এ “Business development expenses” বাবদ ১,০১,৩৭,১৮২ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই(২) অনুযায়ী কোম্পানীর পণ্যের বিপণন/ বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে ব্যবসা উন্নয়নের জন্য অর্থ পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১১”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ (এ) এবং ধারা ৫৩ ই (২) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০০২.১৮-৮২৭ তারিখ: ১৬/০৮/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ২,০৬,৬৬,১৮২ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১২

শিরোনাম : উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৭,৬৮,৯২,২৬৭ (সাত কোটি আটশষ্টি লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইশত সাতষষ্টি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৭,৬৮,৯২,২৬৭ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী উত্তরা ব্যাংক লিঃ কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৫ “Rent (Branch Office)” বাবদ ২০,২৪,১৭,৮৫১ টাকা ও “Rent (Godown & Garage)” বাবদ ৮৫,১৪,৫৭৯ টাকা। সর্বমোট খরচ (২০,২৪,১৭,৮৫১ + ৮৫,১৪,৫৭৯) = ২১,০৯,৩২,৪৩০ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ২,৭৫,১২,৯২৬ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় ১৮,৩৪,১৯,৫০৪ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎস কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-২৮ এ “Advertisement” বাবদ ১,২৭,৮৭,৮৮৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ১,২৭,৮৭,৮৮৩ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ১৬,৬৭,৯৮৫ টাকা বাদে নীট করযোগ্য খরচ ১,১১,১৯,৮৯৮ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (কে) অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধে ৪% হারে উৎস কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩৩ Other expense head এ “Promotional/Business development expenses” বাবদ ৬২,১০,৯৯১ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (২) অনুযায়ী কোম্পানীর পণ্যের বিপণন/ বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে ব্যবসা উন্নয়নের জন্য অর্থ পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎস কর কর্তনযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩০ Director’s fees বাবদ ৪৪,৪০,০০০ টাকা ও নোট-৩১ Auditor’s fees বাবদ ৫,০০,০০০ টাকা। সর্বমোট দাবিকৃত খরচ (৪৪,৪০,০০০ + ৫,০০,০০০) = ৪৯,৪০,০০০ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ৬,৪৪,৩৪৮ টাকা বাদে নীট করযোগ্য খরচ ৪২,৯৫,৬৫২ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎস কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎস কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১২”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ (এ), ধারা ৫৩ ই (২) এবং ধারা ৫৩ (কে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০৩১.১৮-৫৮৮ তারিখ: ১৯/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৭,৬৮,৯২,২৬৭ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৩

শিরোনাম : আর এ কে সিরামিকস (বিডি) লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৯,৬৫,০৬,৩৬৫ (নয় কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ ছয় হাজার তিনশত পঁয়ষট্টি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আর এ কে সিরামিকস (বিডি) লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৯,৬৫,০৬,৩৬৫ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৫ Administrative Expenses head এ “Amortization expenses” বাবদ ৫৫,৮৭,৮৫২ টাকা খরচ দাবি করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এ ধরনের খরচ বিয়োজন অননুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৫, Administrative Expenses head এ “Legal and professional fees” বাবদ ৭১,৭২,৮২৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ৭১,৭২,৮২৭ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ $(৭১,৭২,৮২৭ \times ১৫ \div ১১৫) = ৯,৩৫,৫৮৬$ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় $(৭১,৭২,৮২৭ - ৯,৩৫,৫৮৬) = ৬২,৩৭,২৪১$ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী উক্ত টাকার উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৬, Marketing & Selling Expenses head এ “Performance Rebate expenses” বাবদ ৩৭,৪২,০০,৩৬৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। উক্ত খরচটি এজেন্ট বা ডিলার এর কমিশন সংক্রান্ত খরচ বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (১) অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১৩”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ ই (১) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০০২.১৮-৫১৪ তারিখ: ০৪/০২/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অননুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৯,৬৫,০৬,৩৬৫ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৪

শিরোনাম : আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৪,৪৩,৪৬,৩৪১ (চার কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশত একচল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৪,৪৩,৪৬,৩৪১ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিঃ কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৯ “Office rent” বাবদ ১,৯৪,২৩,৩৬৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ১,৯৪,২৩,৩৬৫ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ২৫,৩৩,৪৮২ টাকা বাদে নীট করযোগ্য খরচ ১,৬৮,৮৯,৮৮৩ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩০, “Legal Expenses head এ “Professional fees” বাবদ ৮৪,০০,৫৪৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ৮৪,০০,৫৪৭ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ১০,৯৫,৭২৪ টাকা বাদে নীট করযোগ্য খরচ ৭৩,০৪,৮২৩ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩২, “Publicity & Advertisement” বাবদ ১০,৫৭,১৫,১৩৪ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ১০,৫৭,১৫,১৩৪ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ১,৩৭,৮৮,৯৩১ টাকা বাদে নীট করযোগ্য খরচ ৯,১৯,২৬,২০৩ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (কে) অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধে ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩৩, “Performance Bonus” বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (১) অনুযায়ী ইনসেন্টিভ বা পারফরমেন্স সংক্রান্ত প্রণোদনা পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩৪, “Honorarium for attending meeting” বাবদ ১৩,০৬,৪০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ১৩,০৬,৪০০ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ১,৭০,৪০০ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় ১১,৩৬,০০০ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১৪”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ (এ), ধারা ৫৩ ই (১) এবং ধারা ৫৩ (কে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০০২.১৮-৫১৪ তারিখ: ০৪/০২/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইমপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৪,৪৩,৪৬,৩৪১ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৫

শিরোনাম : ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১৭,৯৬,১৩,৬৯১ (সতের কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ তের হাজার ছয়শত একানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১৭,৯৬,১৩,৬৯১ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৯, “Rent” বাবদ ৩৩,২৫,০৪,১১৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ৩৩,২৫,০৪,১১৮ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ৪,৩৩,৭০,১০২ টাকা বাদে নীট করযোগ্য খরচ ২৮,৯১,৩৪,০১৬ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩২, “Publicity and Advertisement” বাবদ ১৩,১৮,৬৪,৩৮৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ১৩,১৮,৬৪,৩৮৯ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ১,৭১,৯৯,৭০৩ টাকা বাদে নীট করযোগ্য খরচ ১১,৪৬,৬৪,৬৮৬ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (কে) অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধে ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩৮, “Business development expenses” বাবদ ৭,৫১,৭১,১৪১ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (২) অনুযায়ী কোম্পানীর পণ্যের বিপণন/ বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে ব্যবসা উন্নয়নের জন্য অর্থ পরিশোধে ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১৫”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫৩ (এ), ধারা ৫৩ ই (২) এবং ধারা ৫৩ (কে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০৩১.১৮-৫৮৮ তারিখ: ১৯/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইমপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ১৭,৯৬,১৩,৬৯১ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৬

শিরোনাম : এপেক্স ফুটওয়্যার লিঃ এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৬,০৮,৬৭,০৩১ (ছয় কোটি আট লক্ষ সাতষট্টি হাজার একত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এপেক্স ফুটওয়্যার লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৬,০৮,৬৭,০৩১ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী এপেক্স ফুটওয়্যার লিঃ কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২২, “Technical Know-How” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ১১,৪৫,৭৪,৯৯৩ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এইচ) অনুযায়ী কোম্পানির নিরীক্ষিত এ্যানুয়াল রিপোর্টে প্রদর্শিত নীট প্রফিট ২৪,৩৭,৬৬,১৬১ টাকার ৮% হারে ১,৯৫,০১,২৯৩ টাকা “Technical Know-How” বাবদ খরচ হিসেবে অননুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত (১১,৪৫,৭৪,৯৯৩ - ১,৯৫,০১,২৯৩) = ৯,৫০,৭৩,৭০০ টাকা কোম্পানির আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- নোট-২২, “Clearing & Forwarding” বাবদ ৭,৪৪,৭৫,৭৭৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএএ) অনুযায়ী ১০% হারে উৎস কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-২২, “Sales Commission” বাবদ ৭,৩৯,১৮,৬৪৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (১) অনুযায়ী কমিশন পরিশোধে ১০% হারে উৎস কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎস কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১৬”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৩০ (এইচ), ধারা ৫২ (এএএ) এবং ৫৩ ই (১) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০০২.১৮-৮২৭ তারিখ: ১৬/০৮/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৬,০৮,৬৭,০৩১ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৭

শিরোনাম : কোটস্ বাংলাদেশ লিঃ এর এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩,৪৬,৬২,৪২১ (তিন কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার চারশত একশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কোটস্ বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩,৪৬,৬২,৪২১ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানি কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৬.২, ৮ ও ৯ এ “Contract labour cost” বাবদ সর্বমোট (৭,১০,৯২,৮২৪ + ৩,৭০,৩৮,০৬৫ + ৯৬,১৫,২৩৭) = ১১,৭৭,৪৬,১২৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। উক্ত খরচটি করদাতা কোম্পানী কর্তৃক যে সকল দক্ষ, অদক্ষ জনশক্তি সরাসরি নিয়োগ না করে পণ্যের বিনিময়ে কোম্পানির বিবিধ কাজে জনশক্তি নিয়ে সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করা হয়। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী এস বিল এমালুন্ট এর উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৬.২, ৮ ও ৯ “Premises Costs” বাবদ সর্বমোট (৩,৬৩,৮৭,৫৮১ + ৫,৭৩,৫০,৬০৬ + ১,৫৫,৭৪,১৫৬) = ১০,৯৩,১২,৩৪৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে, যা ভাড়া হিসেবে বিবেচিত। দাবিকৃত খরচ ১০,৯৩,১২,৩৪৩ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ১,৪২,৫৮,১৩২ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় ৯,৫০,৫৪,২১১ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৬.২, ৮ এবং ৯ “Legal & Professional fees” বাবদ সর্বমোট (১,৩১,২৫,৩১৭ + ১,৯৪,৯২৫ + ৭৭,০৪,৫৯৮) = ২,১০,২৪,৮৪০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ২,১০,২৪,৮৪০ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ২৭,৪২,৩৭০ টাকা বাদে নীট করযোগ্য খরচ ১,৮২,৮২,৪৭০ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তন যোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১৭”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ (এ) এবং ধারা ৫৩ (এএ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০০২.১৮-৮২৭ তারিখ: ১৬/০৮/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে।

অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৩,৪৬,৬২,৪২১ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৮

শিরোনাম : ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩৬,৫৫,৯১০ (ছত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয়শত দশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩৬,৫৫,৯১০ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৭, “Publicity & Advertisement” বাবদ ৮১,৬৮,৮৬৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ৮১,৬৮,৮৬৯ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ১০,৬৫,৮৫২ টাকা বাদে নীট করযোগ্য খরচ ৭১,০৩,০১৭ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (কে) অনুযায়ী বিজ্ঞপনের বিল পরিশোধে ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-২৫, “Legal & Professional expenses” বাবদ ৩০,৪২,৯৮৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ৩০,৪২,৯৮৯ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ৩,৯৬,৯১২ টাকা বাদে নীট করযোগ্য খরচ ২৬,৪৬,০৭৭ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১৮”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ (এএ) এবং ধারা ৫৩ (কে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০০২.১৮-৮২৭ তারিখ: ১৬/০৮/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৩৬,৫৫,৯১০ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৯

শিরোনাম : ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১০,১০,৩০,৪০৬ (দশ কোটি দশ লক্ষ ত্রিশ হাজার চারশত ছয়) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১০,১০,৩০,৪০৬ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৩.৭, “Provision for rebate to good borrowers” বাবদ চলতি বর্ষে প্রভিশন করা হয়েছে ১,০৪,১৪,৪১৫ টাকা। প্রভিশনকৃত টাকার বিপরীতে কোন পরিশোধ নাই। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করে রাখা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এ ধরনের কোন বিধান রাখা হয়নি বিধায় উক্ত অতিরিক্ত অর্থ মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩০, Salary & allowances head এ “Performance Bonus” বাবদ ২৫,৯০,০০,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (১) অনুযায়ী ইনসেন্টিভ বা পারফরমেন্স সংক্রান্ত প্রণোদনা পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১৯”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫৩ ই(১) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০০২.১৮-৫১৪ তারিখ: ০৪/০২/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ১০,১০,৩০,৪০৬ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ২০

শিরোনাম : হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৬৫,১৮,৬৩০ (পঁয়ষট্টি লক্ষ আঠার হাজার ছয়শত ত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৬৫,১৮,৬৩০ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৩.৪ Manufacturing labour and overhead খাতে “Security guard expense” বাবদ ২,০১,২৩,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী এস এমআউন্টের দাবিকৃত খরচের উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-২৬ “Legal & Professional charges” বাবদ ৫৫,৮৫,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ৫৫,৮৫,০০০ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ৭,২৮,৪৭৮ টাকা বাদে নীট করযোগ্য খরচ ৪৮,৫৬,৫২২ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৬ Administrative Expenses head এ “Subscription” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ১০,৯৫,০০০ টাকা। দাবিকৃত ব্যয় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়েছে কিনা বা অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয়েছে কিনা সে সংক্রান্ত কোন তথ্য-প্রমাণাদি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় অনুদান, চাঁদা ও এ্যাওয়ার্ড বাবদ কোনো খরচ হিসেবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অননুমোদনযোগ্য নয়। এমতাবস্থায়, উক্ত খরচ কোম্পানির আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “২০”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫২ (এএ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০০২.১৮-৮২৭ তারিখ: ১৬/০৮/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অননুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৬৫,১৮,৬৩০ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ২১

শিরোনাম : মেঘনা ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩৮,৫৪,১৩৪ (আটত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশত চৌত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মেঘনা ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩৮,৫৪,১৩৪ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৩ এ “Publicity & Advertisement” বাবদ ৯০,০৩,৩৪৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ৯০,০৩,৩৪৩ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ১১,৭৪,৩৪৯ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় ৭৮,২৮,৯৯৪ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(কে) অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধে ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৩৫ “Directors Fees” বাবদ ২৮,১৬,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ২৮,১৬,০০০ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ৩,৬৭,৩০৪ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় ২৪,৪৮,৬৯৬ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “২১”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ), ধারা ৫২(এএ) এবং ধারা ৫৩(কে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখ: ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০৪.০৩১.১৮-৫৮৮ তারিখ: ১৯/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ৩৮,৫৪,১৩৪ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ২২

শিরোনাম : একে খান পেনফেব্রিক কোং লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১,২৯,০৯,৯৯১ (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ নয় হাজার নয়শত একানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন অতিরিক্ত কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), চট্টগ্রাম কার্যালয় এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে একে খান পেনফেব্রিক কোং লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১,২৯,০৯,৯৯১ টাকা কম ধার্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- নোট-৬.১ “Factory Rent” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ৫,৩৫,৯৩,৬২১ টাকা, যা ভাড়া হিসেবে বিবেচিত। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(এ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- নোট-৮ “Sales Commission expense” বাবদ ৫,৪০,২২,০২৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (১) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয়সমূহ অননুমোদনযোগ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- নোট-৮ “Annual Royalty expense” বাবদ ৬৭,৫২,৭৫৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এইচ) অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদর্শিত নীট প্রফিট ৫,৮৩,১৩,৯৮৬ টাকা। উক্ত প্রফিট এর উপর ৮% হারে ৪৬,৬৫,১১৯ টাকা অননুমোদনযোগ্য। করদাতা কোম্পানী কর্তৃক অননুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত ব্যয় (৬৭,৫২,৭৫৩ - ৪৬,৬৫,১১৯) = ২০,৮৭,৬৩৪ টাকা, যা কোম্পানীর আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “২২”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৩০ (এইচ), ধারা ৫৩ (এ) এবং ধারা ৫৩ ই (১) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৪৬ তারিখঃ ২২/১১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং-৮২.০৭.২০২০.০৭৪.০১.০০৯.২০.২৭২(১-৪) তারিখঃ ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বশেষ জবাবে অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হয়নি আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ১,২৯,০৯,৯৯১ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।



মোঃ বদিউজ্জামান

মহাপরিচালক

রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

তারিখঃ ২৪/১০/১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৭/০১/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বঙ্গাব্দ

খ্রিষ্টাব্দ

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

প্রতিষ্ঠানের নাম : মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ

টিআইএন : ৪৪০৬৬১৩৩০৩৪৯

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৩২৪,৫০,১৪,৪২৯/- (২) লভ্যাংশ আয় = ৯,৮৯,১৪,৪৭২/- (৩) মূলধনী আয় = ৫৩,১৩,৮৪,৭৪০/- (৪) সিকিউরিটি বিক্রয় হতে আয় = ১৫,৭৮,৯৭,২৬০/- (৫) সম্পত্তি বিক্রয় হতে আয় = ৫১,২০,৯৬৬/-	৪০৩,৮৩,৩১,৮৬৭/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৪ এ Bonus (Festival and Incentive) বাবদ খরচ দাবি করা হয় ৫৯,৪২,৩৮,৮১৯ টাকা। বেসিক স্যালারি বাবদ খরচ দাবি করা হয় ৯২,০৩,৬১,০৬১ টাকা। উহার ভিত্তিতে মাসিক বেতন দাঁড়ায় $(৯২,০৩,৬১,০৬১ \div ১২) = ৭,৬৬,৯৬,৭৫৫$ টাকা। মাসিক বেতনের ভিত্তিতে দুইটি উৎসব বোনাস বাবদ প্রকৃত খরচ দাঁড়ায় $(৭,৬৬,৯৬,৭৫৫ \times ২) = ১৫,৩৩,৯৩,৫১০$ টাকা। অবশিষ্ট $(৫৯,৪২,৩৮,৮১৯ - ১৫,৩৩,৯৩,৫১০) = ৪৪,০৮,৪৫,৩০৯$ টাকা Incentive bonus বাবদ খরচ দাবি হিসেবে বিবেচিত। হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট মুনাফা ৪৩৪,৬০,৫৫,৬৮১ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত মুনাফা $(৪৩৪,৬০,৫৫,৬৮১ \times ১০\%) = ৪৩,৪৬,০৫,৫৬৮$ টাকা Incentive bonus বাবদ অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত $(৪৪,০৮,৪৫,৩০৯ - ৪৩,৪৬,০৫,৫৬৮) = ৬২,৩৯,৭৪১$ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৬২,৩৯,৭৪১/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩১ এ Other Expenses head এ “Professional Service Fees” বাবদ ১,০২,৪৬,৭৫৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) ধারা অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোন প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,০২,৪৬,৭৫৫/-
(ঘ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১২.৩ এ চলতি কর বর্ষের জন্য “Provision for off balance sheet items” বাবদ ২৮,৬৭,৫৭,৬৩৩ এবং নোট-১২.৫.১ (b) এ “Provision against Unclassified Loans” বাবদ ৬৬,৭৫,৭৯,০০০ টাকা। সর্বমোট $(২৮,৬৭,৫৭,৬৩৩ + ৬৬,৭৫,৭৯,০০০) = ৯৫,৪৩,৩৬,৬৩৩$ টাকা প্রভিশন করা হয়। প্রভিশনকৃত টাকার বিপরীতে কোন পরিশোধ নাই। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করে রাখা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এ ধরনের প্রভিশন এর কোন বিধান রাখা হয়নি বিধায় উক্ত অতিরিক্ত অর্থ মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৯৫,৪৩,৩৬,৬৩৩/-

১	২	৩
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ) =	৫০০,৯১,৫৪,৯৯৬/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ+ঘ) : (৯৭,০৮,২৩,১২৯ × ৩৭.৫০%)=	**৩৬,৪০,৫৮,৬৭৩/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১৩৪,৯৭,৮১,৩৯৭/-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ+ছ)=	১৭১,৩৮,৪০,০৭০/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর =	১৬৭,৪৯,১১,৩৬৪/-
(ঞ)	করদাতা কর্তৃক কম পরিশোধকৃত আয়কর(জ-ঝ) =	*৩,৮৯,২৮,৭০৬/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ৩৭.৫% হার ধরা হয়েছে।

*নোট: ২০১৮-২০১৯ কর বর্ষে আয়কর অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (১৬৭,৪৯,১১,৩৬৪ - ১৩৪,৯৭,৮১,৩৯৭) = ৩২,৫১,২৯,৯৬৭ টাকা যা করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর এ সমন্বয় করা হয়েছে। **অর্থাৎ (*৩,৮৯,২৮,৭০৬ + ৩২,৫১,২৯,৯৬৭) = ৩৬,৪০,৫৮,৬৭৩ টাকা।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৩০ (জে) এবং ধারা ৫২ (এএ) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ

টিআইএন : ১১৭৯০৯১৫৭৩৩০

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ২১৪,৩২,৪৫,১৪০/- (২) শেয়ার বিনিয়োগ হতে মূলধনী আয় = ৬,০৮,২৭,১৩২/- (৩) লভ্যাংশ হতে আয় = ১৮,৮১,১৯,৯৩৭/-	২৩৯,২১,৯২,২০৯/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৮ এ “Salary & Allowances” বাবদ Basic Salary বাবদ খরচ ৯১,৭৩,০৩,৬৯৭ টাকা দাবি করা হয়েছে এবং Bonus বাবদ দাবি করা হয় ৩৯,৫০,৬০,২৪১ টাকা। Salary ভিত্তিতে মাসিক বেতন দাঁড়ায় (৯১,৭৩,০৩,৬৯৭÷১২) = ৭,৬৪,৪১,৯৭৫ টাকা। মাসিক বেতনের ভিত্তিতে দুইটি উৎসব বোনাস বাবদ প্রকৃত খরচ দাঁড়ায় (৭,৬৪,৪১,৯৭৫×২) = ১৫,২৮,৮৩,৯৫০ টাকা। অবশিষ্ট (৩৯,৫০,৬০,২৪১-১৫,২৮,৮৩,৯৫০) = ২৪,২১,৭৬,২৯১ টাকা Incentive Bonus বাবদ খরচ হিসেবে বিবেচিত। এ্যানুয়াল রিপোর্টে প্রদর্শিত নীট প্রফিট ২৩৩,২৪,৪২,৪৫১ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) অনুযায়ী কোম্পানির নিরীক্ষিত এ্যানুয়াল রিপোর্টে প্রদর্শিত প্রফিট ২৩৩,২৪,৪২,৪৫১ টাকার ১০% হারে ২৩,৩২,৪৪,২৪৫ টাকা Incentive Bonus অনুমোদন যোগ্য। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত (২৪,২১,৭৬,২৯১ - ২৩,৩২,৪৪,২৪৫) = ৮৯,৩২,০৪৬ টাকা কোম্পানির আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৮৯,৩২,০৪৬/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৯ এ “Other Expenses” head এ Donation & Subscription বাবদ ৪৪,৪৮,৬২৬ টাকা এবং Award Expenses বাবদ ৭,৭০,০৫৮ টাকা সর্বমোট (৪৪,৪৮,৬২৬ + ৭,৭০,০৫৮) = ৫২,১৮,৬৮৪ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত ব্যয় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়েছে কিনা বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয়েছে কিনা সে সংক্রান্ত কোন তথ্য/ প্রমাণাদি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় অনুদান, চাঁদা, এ্যাওয়ার্ড বাবদ কোনো খরচ হিসেবে ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। এমতাবস্থায়, উক্ত খরচ কোম্পানির আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫২,১৮,৬৮৪/-
(ঘ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৯ এ Other Expenses head এ “Uniform & Liveries expenses” বাবদ ৩৯,৭৪,৭৮৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য এবং “Security Service Outsourcing” বাবদ ৫,২৭,৩০,৮৪৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী গ্রস বিল এমাইন্ট এর উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোন প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫,৬৭,০৫,৬৩৪/-

১	২	৩
(ঙ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৯ এ Other Expenses head এ “Business Development & Promotion expenses” বাবদ খরচ ১,৮৮,৯৩,১০৬ টাকা দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (২) অনুযায়ী ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,৮৮,৯৩,১০৬/-
(চ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৯ এ Other Expenses head এ “Unkeep & Cleaning of Office Premises” বাবদ ১,০৪,৮৬,১৯৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,০৪,৮৬,১৯৬/-
(ছ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট- ৩৯ এ Other Expenses head এ “AGM & Meeting Expenses” বাবদ খরচ ৬৫,২০,০১৬ টাকা দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৬৫,২০,০১৬/-
(জ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ) =	২৪৯,৮৯,৪৭,৮৯১/-
(ঝ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ) : (১০,৬৭,৫৫,৬৮২×৩৭.৫০%) =	**৪,০০,৩৩,৩৮১/-
(ঞ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৮৪,৭৪,২৩,৬২৯/-
(ট)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঝ+ঞ)=	৮৮,৭৪,৫৭,০১০/-
(ঠ)	করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর =	৮১,৭১,৯৭,৮৭২/-
(ড)	করদাতা কর্তৃক কম পরিশোধকৃত আয়কর (ট-ঠ) =	*৭,০২,৫৯,১৩৮/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-২০১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হার ধরা হয়েছে।

*নোট: ২০১৮-১৯ করবর্ষে আয়কর কম পরিশোধ করা হয়েছে (৮৪,৭৪,২৩,৬২৯ - ৮১,৭১,৯৭,৮৭২)= ৩,০২,২৫,৭৫৭ টাকা যা করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর এ সমন্বয় করা হয়েছে। **অর্থাৎ (৭,০২,৫৯,১৩৮ - ৩,০২,২৫,৭৫৭) = ৪,০০,৩৩,৩৮১ টাকা।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৩০ (জে), ধারা ৫২, ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ ই (২) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ

টিআইএন : ৫৭২২২৪১২৯৩৪৪

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১১/১০/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: ব্যবসা হতে আয়- ৪৫৩,৫৪,০৫,৮৪১/-	৪৫৩,৫৪,০৫,৮৪১/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৬.৩ এ “Employees Gratuity Fund” বাবদ চলতি কর বর্ষের জন্য Provision করা হয়েছে ৯,৬১,২৮,২৮১ টাকা। প্রকৃত পরিশোধ ৭৯,৯৮,৯২০ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত Provision করা হয়েছে (৯,৬১,২৮,২৮১ - ৭৯,৯৮,৯২০) = ৮,৮১,২৯,৩৬১ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এ ধরনের প্রভিশন এর কোন বিধান রাখা হয়নি বিধায় উক্ত অতিরিক্ত অর্থ মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৮,৮১,২৯,৩৬১/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২০ এবং ২১ এ “Commission to Insurance Agents” বাবদ সর্বমোট খরচ দাবি করা হয় (১৭৯,০৪,৫১,৭৬৩ + ৭৬,৬৫,৮০,৫৭৩) = ২৫৫,৭০,৩২,৩৩৬ টাকা, যা বীমা Commission হিসেবে বিবেচিত। উক্ত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (জি) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনের আবশ্যকতা রয়েছে। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমানক না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০ (এএ) ধারা মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২৫৫,৭০,৩২,৩৩৬/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২২ এ Allowance & Comission হেড এ “Agency Office rents” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ১৬,১৩,৪৩,৬৯৭ টাকা। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১৬,১৩,৪৩,৬৯৭/-
(ঙ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৬.২ এ Provision & Accured Expenses হেড এ “Advertisement” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ২৮,৮২,০৩২ টাকা। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(কে) অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২৮,৮২,০৩২/-

১	২	৩
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ+ঙ) =	৭৩৪,৪৭,৯৩,২৬৭/-
(ছ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ+গ+ঘ+ঙ) : (২৮০,৯৩,৮৭,৪২৬ × ৪০%)=	**১১২,৩৭,৫৪,৯৭০/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১৮১,৪১,৬২,৩৩৬/-
(ঝ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ছ+জ)=	২৯৩,৭৯,১৭,৩০৬/-
(ঞ)	করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর =	২০২,০৪,১১,৭০৫/-
(ট)	করদাতা কর্তৃক কম পরিশোধকৃত আয়কর (ঝ-ঞ) =	*৯১,৭৫,০৫,৬০১/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৪০% হার ধরা হয়েছে।

*নোট: ২০১৮-২০১৯ কর বর্ষে আয়কর অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (২০২,০৪,১১,৭০৫ - ১৮১,৪১,৬২,৩৩৬) = ২০,৬২,৪৯,৩৬৯ টাকা যা করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর এ সমন্বয় করা হয়েছে। **অর্থাৎ (৯১,৭৫,০৫,৬০১ + ২০,৬২,৪৯,৩৬৯) = ১১২,৩৭,৫৪,৯৭০ টাকা।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫৩ (এ), ধারা ৫৩ (জি) এবং ধারা ৫৩ (কে) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

টিআইএন : ১৯৩৫৪৮৮৪২৪০০

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৫৮৭,৬৯,২৮,০০৭/- (২) লভ্যাংশ আয় = ৫,৮৮,২৯,০৪৩/- (৩) মূলধনী আয় = ১,১৪,৬২,১২৭/-	৫৯৪,৭২,১৯,১৭৭/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ এ “Advertisement & publicity” বাবদ ৫,৯৫,৭৪,০২৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(কে) অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ২৩,৮২,৯৬১ টাকা। কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৩টি চালানে কর্তন ও জমা করা হয়েছে ১৪,৬৯,৪৭২ টাকা। উৎসে কর কম কর্তন করা হয়েছে (২৩,৮২,৯৬১ - ১৪,৬৯,৪৭২) = ৯,১৩,৪৮৯ টাকা। উৎসে কর কম কর্তন করায় আনুপাতিক হারে (৯,১৩,৪৮৯ × ১০০ ÷ ৪) = ২,২৮,৩৭,২২৫ টাকা অননুমোদন- যোগ্য বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২,২৮,৩৭,২২৫/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ এ “Printing & Stationary” বাবদ ২,৯৮,৩৮,৩৫৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ১৪,৯১,৯১৮ টাকা। কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ১২ টি চালানে কর্তন ও জমা করা হয়েছে ১৪,৬৫,০৩১ টাকা। উৎসে কর কম কর্তন করা হয়েছে (১৪,৯১,৯১৮ - ১৪,৬৫,০৩১) = ২৬,৮৮৭ টাকা। উৎসে কর কম কর্তন করায় আনুপাতিক হারে (২৬,৮৮৭ × ১০০ ÷ ৫) = ৫,৩৭,৭৪০ টাকা অননুমোদনযোগ্য বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫,৩৭,৭৪০/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ এ “Paper & Table Stationary” বাবদ ৩,৪০,২০,৬২১ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৩,৪০,২০,৬২১/-
(ঙ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৩-এ “Business Development Expenses” বাবদ ১,৮৬,১৯,৪১৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (২) অনুযায়ী কোম্পানীর পণ্য বিপণন/বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে ব্যবসা উন্নয়নের জন্য অর্থ পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয়	১,৮৬,১৯,৪১৮/-

	হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	
১	২	৩
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ+ঙ) =	৬০২,৩২,৩৪,১৮১/-
(ছ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ+গ+ঘ+ঙ) (৭,৬০,১৫,০০৪ × ৩৭.৫০%)=	২,৮৫,০৫,৬২৭/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২২১,৬৭,৬০,০২৪/-
(ঝ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ছ+জ)=	২২৪,৫২,৬৫,৬৫১/-
(ঞ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ঝ-জ) =	২,৮৫,০৫,৬২৭/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ৩৭.৫% হার ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ), ধারা ৫২, ধারা ৫৩ ই (২), ধারা ৫৩ (কে) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম : দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ
টিআইএন : ৪৫২১৭৬৮৪৪২৪৯
আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ
করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ
পর্যায় : কোম্পানি
ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৫৫৪,১৪,৪২,৮৩৯/- (২) মূলধনী আয় = ২,৩২,৪৫,৯২০/- (৩) লভ্যাংশ আয় = ১,৪২,৩৬,৩৮৫/- (৪) ডাউটফুল আয় = ৪,৭৬,৩২,৪০৯/-	৫৬২,৬৫,৫৭,৫৫৩/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৭ এ “Publicity & Advertisement” বাবদ ৫১,৬৮,৩৩১ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(কে) অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫১,৬৮,৩৩১/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৭ এ “Printing & Stationary” বাবদ ৪,২০,১১,৫৯০ টাকা খরচ দাবি করা হয়। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৪,২০,১১,৫৯০/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৮ Director’s Fees head এ “Meeting fees” বাবদ ৩৩,৪৪,০০০ টাকা এবং নোট-৩০ Other Expenses head এ “Meeting expenses” বাবদ ৭,২৬,৬১০ টাকা এবং “Training & Recruitment expenses” বাবদ ৭৩,২৪,২৬৯ টাকা। সর্বমোট (৩৩,৪৪,০০০+ ৭,২৬,৬১০+ ৭৩,২৪,২৬৯) = ১,১৩,৯৪,৮৭৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) ধারা অনুযায়ী ১২% হারে উক্ত বাবদ উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,১৩,৯৪,৮৭৯/-
(ঙ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৩ এ “Other Expenses head” এ “Business Development expenses” বাবদ ১,৭০,৭৫,৮৭০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (২) অনুযায়ী কোম্পানীর পণ্য বিপণন/ বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে ব্যবসা উন্নয়নের জন্য অর্থ পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,৭০,৭৫,৮৭০/-

১	২	৩
(চ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩১, চলতি কর বর্ষে “Provision for Loans & Advances/ Investment” বাবদ ১৬৩,৪৩,৩৪,০২০ টাকা এবং নোট-৩৩ এ “Other Provision” বাবদ ২৪,০৪,২৫,৩১০ টাকা। সর্বমোট (১৬৩,৪৩,৩৪,০২০+ ২৪,০৪,২৫,৩১০) = ১৮৭,৪৭,৫৯,৩৩০ টাকা প্রভিশন করা হয়। প্রভিশনকৃত টাকার বিপরীতে কোন পরিশোধ নাই। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করে রাখা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এ ধরনের কোন বিধান রাখা হয়নি বিধায় উক্ত অতিরিক্ত অর্থ মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১৮৭,৪৭,৫৯,৩৩০/-
(ছ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ) =	৭৫৭,৬৯,৬৭,৫৫৩/-
(জ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ+গ+ঘ+ঙ+চ) : (১৯৫,০৪,১০,০০০ × ৩৭.৫০%) =	**৭৩,১৪,০৩,৭৫০/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২১০,১০,৭৫,০৮৭/-
(ঞ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (জ+ঝ) =	২৮৩,২৪,৭৮,৮৩৭/-
(ট)	করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর =	১৯৬,৭৫,১৮,০৯৭/-
(ঠ)	করদাতা কর্তৃক কম পরিশোধকৃত আয়কর (ঞ-ট) =	*৮৬,৪৯,৬০,৭৪০/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ৩৭.৫% হার ধরা হয়েছে।

*নোট: ২০১৮-২০১৯ কর বর্ষে আয়কর কম পরিশোধ করা হয়েছে (২১০,১০,৭৫,০৮৭ - ১৯৬,৭৫,১৮,০৯৭) = ১৩,৩৫,৫৬,৯৯০ টাকা, যা করদাতা কর্তৃক কম পরিশোধকৃত আয়কর এ সমন্বয় করা হয়েছে। **অর্থাৎ (৮৬,৪৯,৬০,৭৪০ - ১৩,৩৫,৫৬,৯৯০) = ৭৩,১৪,০৩,৭৫০ টাকা।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২, ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ ই (২) ধারা ৫৩ (কে) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ
টিআইএন : ৫৪৫৩১৯১১৫৫৮৩
আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/১২/২০১৭ খ্রিঃ
করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ
পর্যায় : কোম্পানি
ধারা : ৮২বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৩৬০,৫৭,৯৬,৯৫৭/- (২) ভাড়া থেকে আয় = ১,৬১,৬৫,৭৮৬/- (৩) লভ্যাংশ আয় = ১২,০৮,৭৩,৩৩২/- (৪) মূলধনী আয় = ৫,৭৬,৭৫,০৬৪/-	৩৮০,০৫,১১,১৩৯/-
(খ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৪ এবং ১৪.২ এ চলতি কর বর্ষে “Provision for gratuity” বাবদ ২,০০,০০,০০০ টাকা এবং নোট-১৪.৩ এর “Provision for off balance sheet items” বাবদ ১,০০,০০,০০০ টাকা, নোট-১৪.৪.১ “Provision for protested bills” বাবদ ১৯,৬৩,৪০১ টাকা, নোট- ১৪.৪.২ “Provision for suspense account” বাবদ ৩০,৩৬,৫৯৯ টাকা, নোট-১৪.৪.৩ “Provision for investment in shares” বাবদ ৩,০০,০০,০০০ টাকা। সর্বমোট ৬,৫০,০০,০০০ টাকা প্রভিশন করা হয়। প্রভিশনকৃত টাকার বিপরীতে কোনো পরিশোধ নাই। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করে রাখা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এ ধরনের কোন বিধান রাখা হয়নি বিধায় উক্ত অতিরিক্ত অর্থ মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৬,৫০,০০,০০০/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৫ Other Expenses head এ “Training expenses” বাবদ ১,৪৪,২৬,১২৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে এবং “AGM expenses” বাবদ দাবি করা হয়েছে ১,১০,৮৭,৬৯০ টাকা। সর্বমোট দাবি করা হয় (১,৪৪,২৬,১২৭+ ১,১০,৮৭,৬৯০) = ২,৫৫,১৩,৮১৭ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২,৫৫,১৩,৮১৭/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩১ এ “Publicity, Advertisement” বাবদ ৩৬,১৫,৫১,১০৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(কে) অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ১,৪৪,৬২,০৪৪ টাকা। কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ১১টি চালানে কর্তন ও জমা করা হয়েছে ৬৭,০৩,৪৪১ টাকা। উক্ত বাবদ উৎসে কর কম কর্তন করা হয়েছে (১,৪৪,৬২,০৪৪-৬৭,০৩,৪৪১)=৭৭,৫৮,৬০৩ টাকা। উৎসে কর কম কর্তন করায় আনুপাতিক হারে (৭৭,৫৮,৬০৩×১০০÷৪)= ১৯,৩৯,৬৫,০৭৫ টাকা অননুমোদনযোগ্য বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১৯,৩৯,৬৫,০৭৫/-

১	২	৩
(ঙ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩১ এ “Printing & Stationary” বাবদ ২১,৮০,৯৩,৯৫০ টাকা খরচ দাবি করা হয়। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী ৭% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২১,৮০,৯৩,৯৫০/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ+ঙ) =	৪৩০,৩০,৮৩,৯৮১/-
(ছ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ+গ+ঘ+ঙ) : (৫০,২৫,৭২,৮৪২ × ৩৭.৫০%) =	**১৮,৮৪,৬৪,৮১৬/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১৩৮,৮১,৭৮,২০১/-
(ঝ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ছ+জ) =	১৫৭,৬৬,৪৩,০১৭/-
(ঞ)	করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর =	১১১,০৮,৪২,২৩২/-
(ট)	করদাতা কর্তৃক কম পরিশোধকৃত আয়কর (ঝ-ঞ) =	*৪৬,৫৮,০০,৭৮৫/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ৩৭.৫% হার ধরা হয়েছে।

*নোট: ২০১৮-২০১৯ কর বর্ষে আয়কর কম পরিশোধ করা হয়েছে (১৩৮,৮১,৭৮,২০১ - ১১১,০৮,৪২,২৩২) = ২৭,৭৩,৩৫,৯৬৯ টাকা, যা করদাতা কর্তৃক কম পরিশোধকৃত আয়কর এ সমন্বয় করা হয়েছে। **অর্থাৎ (৪৬,৫৮,০০,৭৮৫ - ২৭,৭৩,৩৫,৯৬৯) = ১৮,৮৪,৬৪,৮১৬ টাকা।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২, ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ (কে) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ সানোফি বাংলাদেশ লিঃ

ই-টিআইএন : ১৭৫৫৯৭৩৪৮৬৪২

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষঃ ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২ বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৫/১০/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: ব্যবসা হতে আয়- ৬৭,৩৬,৫৪,২০৪/-	৬৭,৩৬,৫৪,২০৪/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৯.২, ৩০.১ ও ৩০.২ এ “Casual Staff expenses” বাবদ সর্বমোট (১,৪৫,৪৭,২৩০ + ৫৫,০২,৩৭০ + ৩৫,৫৮,৫৪৩) = ২,৩৬,০৮,১৪৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী জনশক্তি সরবরাহ সেবার গ্রস বিল এমালুন্ট এর উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২,৩৬,০৮,১৪৩/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩০.২ এ “Sales Forces incentive” ও “Sales promotion incentive” বাবদ মোট (৬,২৩,৫২,১৪৩ + ১৭,৯৫,৫৪,৫৮৫) = ২৪,১৯,০৬,৭২৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই(১) অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২৪,১৯,০৬,৭২৮/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩০.১ ও ৩০.২ এ “Legal and professional Charges” বাবদ মোট (৫৫,২৭,৫০৪ + ১,০৩,০৮৩) = ৫৬,৩০,৫৮৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫৬,৩০,৫৮৭/-
(ঙ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৯.২ ও ৩০.১ এ “Security Charges” বাবদ মোট (৮৯,৮৪,১১২ + ৩৩,৮৯,৮৮৮) = ১,২৩,৭৪,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,২৩,৭৪,০০০/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ+ঙ) =	৯৫,৭১,৭৩,৬৬২/-
(ছ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ+ঘ+ঙ) : (২৮,৩৫,১৯,৪৫৮ × ৩৫%) =	৯,৯২,৩১,৮১০/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২৩,৫৭,৭৮,৯৭১/-
(ঝ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ছ+জ) =	৩৩,৫০,১০,৭৮১/-
(ঞ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ঝ-জ) =	৯,৯২,৩১,৮১০/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৫% হার ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ (এএ) এবং ধারা ৫৩ ই (১) এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ নং-৮
পরিশিষ্ট-৮

প্রতিষ্ঠানের নামঃ ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট

টিআইএন : ৫২৭৩১৭৬১৯০০৭

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৪/১০/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৬,৭১,৭৪,৯৬৬/- (২) ব্যাংক লাভ হতে আয় = ৬,৫২,৪১,৮২৮/- (৩) লভ্যাংশ আয় = ১,৫৮,৯৫,৭৬৭/- (৪) মূলধনী আয় (স্থায়ী সম্পদ) = ১৬,৩৮,০৬৩/- (৫) মূলধনী আয় (শেয়ার বিক্রয় লাভ) = ৫,৮৮,৭৮,৬৬৩/-	২০,৮৮,২৯,২৮৭/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১২.০৩, Provision for general Investment head এ চলতি কর বর্ষে “Provision against classified Investment” বাবদ ৬,৮৭,৮৫৭ টাকা, নোট-১২.০৫, এ “Provision for Other Assets” বাবদ ৮,৯৬,৩৩৫ টাকা ও “Provision against Unclassified Investment” বাবদ ৪০,৮১,০৫৫ টাকা প্রভিশন করা হয়। সর্বমোট প্রভিশন করা হয় (৬,৮৭,৮৫৭+৮,৯৬,৩৩৫+৪০,৮১,০৫৫)= ৫৬,৬৫,২৪৭ টাকা। প্রভিশনকৃত টাকার বিপরীতে কোনো পরিশোধ নাই। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এ ধরনের কোন বিধান রাখা হয়নি বিধায় উক্ত অতিরিক্ত অর্থ মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫৬,৬৫,২৪৭/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৩ এ Rent, taxes, insurance, electricity etc. হেড এ “Rent” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ৭২,৫৫,৩৫০ টাকা। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৭২,৫৫,৩৫০/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৪, Legal Expenses head এ “Legal & Professional fees” বাবদ দাবি করা হয়েছে ৮,৮৮,৬৮৫ টাকা ও নোট-২৭ এ “Director’s Fees” বাবদ দাবি করা হয়েছে ১৩,৮৪,০০০ টাকা। সর্বমোট খরচ দাবি করা হয় (৮,৮৮,৬৮৫+ ১৩,৮৪,০০০) = ২২,৭২,৬৮৫ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে	২২,৭২,৬৮৫/-

	যোগযোগ্য।	
১	২	৩
(ঙ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৬ এ Stationary, Printing & Advertisement head এ “Printing & Stationary” বাবদ ২৮,৫১,০৮৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২৮,৫১,০৮৮/-
(চ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৬ এ Stationary, Printing & Advertisement head এ “Advertisement” বাবদ ৩৮,৩৩,১২৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(কে) অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৩৮,৩৩,১২৬/-
(ছ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট- ২৯ এ “Other Expenses head এ “Business Development” expenses বাবদ ১৬,০০,৯০৫ টাকা ও “Incentive expenses” বাবদ ১,৪৩,৭৫,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। সর্বমোট খরচ দাবি করা হয় $(১৬,০০,৯০৫ + ১,৪৩,৭৫,০০০) = ১,৫৯,৭৫,৯০৫$ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (১) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,৫৯,৭৫,৯০৫/-
(জ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ) =	২৪,৬৬,৮২,৬৮৮/-
(ঝ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ) : $(৩,৭৮,৫৩,৪০১ \times ৩৭.৫০\%) =$	১,৪১,৯৫,০২৫/-
(ঞ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৫,৯০,৫০,৯৩০/-
(ট)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঝ+ঞ)=	৭,৩২,৪৫,৯৫৫/-
(ঠ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর(ট-ঞ) =	১,৪১,৯৫,০২৫/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ৩৭.৫% হার ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২, ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ (এ), ধারা ৫৩ ই (১), ধারা ৫৩ (কে) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ
টিআইএন : ১৮৬৪৭৭৮৩৮৯৫৩
আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ
করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ
পর্যায় : কোম্পানি
ধারা : ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৫৯৪,৪৬,৬১,৮৩২/- (২) ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ আয় = ১৫৫,৪৮,১৯,০৮০/- (৩) মূলধনী আয় = ১৪,০৪,৪৪,৯২৫/- (৪) লভ্যাংশ আয় = ১০,৪৩,০৬,৫৬৭/-	৭৭৪,৪২,৩২,৪০৪/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২, Stationary, Printing, Advertisement etc. head এ “Advertisement” বাবদ ১১৯,৭৭,৯৮,২১৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ (কে) ধারা অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১১৯,৭৭, ৯৮,২১৩/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ এ Stationary, Printing, Advertisement etc. head এ “Stationary & Printing” বাবদ ১৪,৮৩,০১,৩৬৮ টাকা দাবি করা হয়। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী ৭% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১৪,৮৩,০১,৩৬৮/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৭ এ Other Expenses head এ “Professional fees” বাবদ খরচ ৭,২১,৫৫,৪৭০ টাকা দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ১২% হারে উক্ত খাত এ উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৭,২১,৫৫,৪৭০/-
(ঙ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৭ এ Other Expenses head এ “Salaries and allowance- “Outsourcing Staff” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ৩৮,১১,০৩,৯৪৬ টাকা। যা জনশক্তি সরবরাহ সেবা হিসেবে বিবেচিত। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী উক্ত খরচের উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৩৮,১১,০৩,৯৪৬/-

১	২	৩
(চ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৭ এ Other Expenses head এ “Staff Sales Incentives” বাবদ ৪০,৫৯,৪৮,৬৭০ টাকা ও “Business Promotion & Development” বাবদ ১১,৬১,৩৮,১২৪ টাকা, নোট-৩৩.১ এ “Performance Bonus” বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা। সর্বমোট (৪০,৫৯,৪৮,৬৭০ + ১১,৬১,৩৮,১২৪ + ১০,০০,০০০) = ৫২,৩০,৮৬,৭৯৪ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (১) অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫২,৩০,৮৬,৭৯৪/-
(ছ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ) =	১০০৬,৬৬,৭৮,১৯৫/-
(জ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ+ঘ+ঙ+চ): (১৯১,১৪,৪৫,০১,১১৫০০.৫০৮/-)	৮৭,০৯,১৭,১৭২/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২৮৪,৭২,১১,১৪৮/-
(ঞ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (জ+ঝ)=	৩৭১,৮১,২৮,৩২০/-
(ট)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ঞ-ঝ) =	৮৭,০৯,১৭,১৭২/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ৩৭.৫% হার ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২, ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ ই (১), ধারা ৫৩ (কে) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬(এ) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ

টিআইএন : ৪৫২১৭৬৮৪৪২৪৯

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৫-১১-২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা আয় ও অন্যান্য সূত্রের আয় = ৮৯,৯৪,২৯,২২২/- (২) লভ্যাংশ আয় = ৩০,৭১,৮২,০০০/-	১২০,৬৬,১১,২২২/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২২.৩ এ Plant general and administrative costs head এ “Security Services” বাবদ ২,৭৩,০৩,০০০ টাকা ও নোট-২৩ এ General and administrative head এ “Security Services” বাবদ ২২,৮৭,০০০ টাকা। সর্বমোট (২,৭৩,০৩,০০০ + ২২,৮৭,০০০) = ২,৯৫,৯০,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ৩৫,৫০,৮০০ টাকা। করদাতা কোম্পানী কর্তৃক ১২টি চালানের মাধ্যমে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে ৫,৯৯,২০৮ টাকা। উৎসে কর কম কর্তন করা হয়েছে (৩৫,৫০,৮০০ - ৫,৯৯,২০৮) = ২৯,৫১,৫৯২ টাকা। কম কর্তনকৃত উৎসে করের উপর আনুপাতিক হারে (২৯,৫১,৫৯২×১০০÷১২) = ২,৪৫,৯৬,৬০০ টাকা অননুমোদনযোগ্য বিধায় ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২,৪৫,৯৬,৬০০/-
(গ)	গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২২.৩ এ Plant general and administrative costs head এ “Training, Seminars and Meetings” বাবদ ১০,৩৫,০০০ টাকা ও নোট-২২.৪ এ Depot operating and Transportation costs head এ “Training, Seminars and Meetings” বাবদ ১০,৬২,০০০ টাকা ও নোট-২৩ এ General and administrative head এ “Training, Seminars and Meetings” বাবদ ১,৮০,৩৪,০০০ টাকা এবং নোট-২৪ এ Sales and marketing expenses head এ “Training, Seminars and Meetings” বাবদ ১,২৯,০০০ টাকা। সর্বমোট- (১০,৩৫,০০০+১০,৬২,০০০+১,৮০,৩৪,০০০+১,২৯,০০০) = ২,০২,৬০,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২,০২,৬০,০০০/-
(ঘ)	গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৪ এ Sales and Marketing expenses head এ “Advertisement” বাবদ ৭,৮৩,৮৪,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (কে) অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তন না করায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৭,৮৩,৮৪,০০০/-

১	২	৩
(ঙ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৩ এ General and administrative head এ “Consulting, Survey and Studies” বাবদ ২৯,০৯,১৪,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২৯,০৯,১৪,০০০/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ+ঙ) =	১৬২,০৭,৬৫,৮২২/-
(ছ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ+গ+ঘ+ঙ) : $(৪১,৪১,৫৪,৬০০ \times ২৫\%) =$	**১০,৩৫,৩৮,৬৫০/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২৮,৬২,৯৩,৭০৬/-
(ঝ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ছ+জ)=	৩৮,৯৮,৩২,৩৫৬/-
(ঞ)	করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর =	২৯,০৫,৭০,৫৭৩/-
(ট)	করদাতা কর্তৃক কম পরিশোধকৃত আয়কর (ঝ-ঞ) =	*৯,৯২,৬১,৭৮৩/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ২৫% হার ধরা হয়েছে।

*নোট: ২০১৮-২০১৯ কর বর্ষে আয়কর অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে $(২৯,০৫,৭০,৫৭৩ - ২৮,৬২,৯৩,৭০৬) = ৪২,৭৬,৮৬৭$ টাকা যা করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর এ সমন্বয় করা হয়েছে। **অর্থাৎ $(৯,৯২,৬১,৭৮৩ + ৪২,৭৬,৮৬৭) = ১০,৩৫,৩৮,৬৫০$ টাকা।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ (এএ) এবং ধারা ৫৩ (কে) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ প্রগতি লাইফ ইস্যুরেন্স লিঃ

টিআইএন : ৬৫০৮০৬৩০৬৯৬৯

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: ব্যবসা হতে আয়- ৩,৮৮,৪৩,৩৬০/-	৩,৮৮,৪৩,৩৬০/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৭ এ “Legal & professional Fees” বাবদ ১৫,১৩,৩০৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১৫,১৩,৩০৫/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৯ এ “Office rent” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ৬,০২,০৮,৫৭২ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(এ) অনুযায়ী দাবিকৃত খরচের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৬,০২,০৮,৫৭২/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের Revenue Account এ “Business development expenses” বাবদ ১,০১,৩৭,১৮২ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (২) অনুযায়ী কোম্পানীর পণ্য বিপণন/বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তিকে ব্যবসা উন্নয়নের জন্য অর্থ পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,০১,৩৭,১৮২/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ) =	১১,০৭,০২,৪১৯/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ+ঘ) : (৭,১৮,৫৯,০৫৯ X ৩৭.৫০%) =	*২,৬৯,৪৭,১৪৭/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১,৪৫,৬৬,২৬০/-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ+ছ)=	৪,১৫,১৩,৪০৭/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর =	২,০৮,৪৭,২২৫/-
(ঞ)	করদাতা কর্তৃক কম পরিশোধকৃত আয়কর (জ-ঝ) =	*২,০৬,৬৬,১৮২/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হার ধরা হয়েছে। *নোট: ২০১৮-২০১৯ কর বর্ষে আয়কর অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (২,০৮,৪৭,২২৫ - ১,৪৫,৬৬,২৬০) = ৬২,৮০,৯৬৫ টাকা যা করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর এ সমন্বয় করা হয়েছে। **অর্থাৎ (২,০৬,৬৬,১৮২ + ৬২,৮০,৯৬৫) = ২,৬৯,৪৭,১৪৭ টাকা।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ), ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ (এ) এবং ধারা ৫৩ ই (২) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ উত্তরা ব্যাংক লিঃ

টিআইএন : ৩২০৯০৪৭৮৩৮৫৮

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৮/১০/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা আয় = ২৪০,২৫,২৯,৬৯৪/- (২) সম্পদ আয় = ২,৩৫,৫০,৫৭১/- (৩) মূলধনী আয় (গভঃ সিকিউরিটিজ) = ২৯,৪০,৯৫,১৭২/- (৪) মূলধনী আয় (শেয়ার বিক্রয়) = ১৬,২২,২১৭/- (৫) মূলধনী আয়(ব্যাংক সম্পদ) = ১,৪৭,৬৯১/- (৬) লভ্যাংশ আয় = ৯,০২,২০,৬৯৭/-	২৮১,২১,৬৬,০৪২/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৫ এ Rent, taxes, insurance, electricity, etc. head এ “Rent (Branch Office)” বাবদ ২০,২৪,১৭,৮৫১ টাকা ও “Rent (Godown & Garage)” বাবদ ৮৫,১৪,৫৭৯ টাকা। সর্বমোট দাবি (২০,২৪,১৭,৮৫১ + ৮৫,১৪,৫৭৯) = ২১,০৯,৩২,৪৩০ টাকা। দাবিকৃত মোট খরচ ২১,০৯,৩২,৪৩০ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ (২১,০৯,৩২,৪৩০×১৫÷১১৫) = ২,৭৫,১২,৯২৬ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় (২১,০৯,৩২,৪৩০-২,৭৫,১২,৯২৬) = ১৮,৩৪,১৯,৫০৪ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উক্ত টাকার উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১৮,৩৪,১৯,৫০৪/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৮ এ “Advertisement” বাবদ খরচ ১,২৭,৮৭,৮৮৩ টাকা দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ১,২৭,৮৭,৮৮৩ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ (১,২৭,৮৭,৮৮৩ × ১৫÷১১৫) = ১৬,৬৭,৯৮৫ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় (১,২৭,৮৭,৮৮৩ - ১৬,৬৭,৯৮৫) = ১,১১,১৯,৮৯৮ টাকা। উক্ত টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (কে) অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,১১,১৯,৮৯৮/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৩ এ Other expense head এ “Promotional/Business development expenses” বাবদ ৬২,১০,৯৯১ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই(২) অনুযায়ী কোম্পানীর পণ্য বিপণন/বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৬২,১০,৯৯১/-

১	২	৩
(ঙ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩০ এ Directors' fees বাবদ খরচ ৪৪,৪০,০০০ টাকা ও নোট-৩১ এ Auditor's fees বাবদ ৫,০০,০০০ টাকা। সর্বমোট (৪৪,৪০,০০০ + ৫,০০,০০০) = ৪৯,৪০,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত মোট-৪৯,৪০,০০০ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ (৪৯,৪০,০০০×১৫÷১১৫) = ৬,৪৪,৩৪৮ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় (৪৯,৪০,০০০-৬,৪৪,৩৪৮)= ৪২,৯৫,৬৫২ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৪২,৯৫,৬৫২/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ+ঙ) =	৩০১,৭২,১২,০৮৭/-
(ছ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ+ঘ+ঙ) : (২০,৫০,৪৬,০৪৫ × ৩৭.৫%)=	৭,৬৮,৯২,২৬৭/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৯২,৭৮,৪৬,৩৯২/-
(ঝ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ছ+জ)=	১০০,৪৭,৩৮,৬৫৯/-
(ঞ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ঝ-জ) =	৭,৬৮,৯২,২৬৭/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮ - ১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ৩৭.৫% হার ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২(এএ), ধারা ৫৩ (এ), ধারা ৫৩ ই (২) এবং ধারা ৫৩ (কে) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ আরএকে সিরামিকস (বিডি) লিঃ

টিআইএন : ৬৮৬৭২৪৩৬৮৯৯৭

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৪/১০/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ১০৯,৬৩,৩৯,৯৫৭/- (২) ভাড়া হতে আয় (জেনারেটর) = ১,৮৩,১৮,৯৫৬/- (৩) লভ্যাংশ আয় = ৮,৩৯,৭৯,৬০০/-	১১৯,৮৬,৩৮,৫১৩/-
(খ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৫, Administrative Expenses head এ “Amortization expenses” বাবদ ৫৫,৮৭,৮৫২ টাকা খরচ দাবি করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এ ধরনের খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫৫,৮৭,৮৫২/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৫, Administrative Expenses head এ “Legal and professional fees” বাবদ ৭১,৭২,৮২৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ৭১,৭২,৮২৭ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ (৭১,৭২,৮২৭×১৫÷১১৫) = ৯,৩৫,৫৮৬ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় (৭১,৭২,৮২৭-৯,৩৫,৫৮৬) = ৬২,৩৭,২৪১ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী উক্ত টাকার উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৬২,৩৭,২৪১/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৬, Marketing & Selling Expenses head এ “Performance Rebate expenses” বাবদ ৩৭,৪২,০০,৩৬৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। উক্ত খরচটি এজেন্ট বা ডিলার এর কমিশন সংক্রান্ত খরচ বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (১) অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৩৭,৪২,০০,৩৬৬/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ) =	১৫৮,৪৬,৬৩,৯৭২/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ+ঘ) : (৩৮,৬০,২৫,৪৫৯ × ২৫%) =	৯,৬৫,০৬,৩৬৫/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২৯,৫৪,৬০,৬৪৮/-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ+ছ) =	৩৯,১৯,৬৭,০১৩/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (জ-ছ) =	৯,৬৫,০৬,৩৬৫/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ২৫% হার ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ ই (১) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিঃ

টিআইএন : ১১১৫০৫৩৩৬৭৩৬

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১২/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৫৩,৯৬,৩৮,১২৫/- (২) লভ্যাংশ আয় = ২,৮৯,৭৯,০০৯/-	৫৬,৮৬,১৭,১৩৪/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৯, Rent, taxes, insurance, electricity, etc. head এ “Office rent” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ১,৯৪,২৩,৩৬৫ টাকা। দাবিকৃত খরচ ১,৯৪,২৩,৩৬৫ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ $(১,৯৪,২৩,৩৬৫ \times ১৫ \div ১১৫) = ২৫,৩৩,৪৮২$ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় $(১,৯৪,২৩,৩৬৫ - ২৫,৩৩,৪৮২) = ১,৬৮,৮৯,৮৮৩$ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,৬৮,৮৯,৮৮৩/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩০, Legal Expenses head এ “Professional fees” বাবদ ৮৪,০০,৫৪৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ৮৪,০০,৫৪৭ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ $(৮৪,০০,৫৪৭ \times ১৫ \div ১১৫) = ১০,৯৫,৭২৪$ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় $(৮৪,০০,৫৪৭ - ১০,৯৫,৭২৪) = ৭৩,০৪,৮২৩$ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৭৩,০৪,৮২৩/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ এ “Publicity & Advertisement” বাবদ ১০,৫৭,১৫,১৩৪ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ১০,৫৭,১৫,১৩৪ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ $(১০,৫৭,১৫,১৩৪ \times ১৫ \div ১১৫) = ১,৩৭,৮৮,৯৩১$ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় $(১০,৫৭,১৫,১৩৪ - ১,৩৭,৮৮,৯৩১) = ৯,১৯,২৬,২০৩$ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(কে) অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৯,১৯,২৬,২০৩/-
(ঙ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৩ এ “Performance Bonus” বাবদ খরচ ১০,০০,০০০ টাকা দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (১) অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। দাবিকৃত খরচের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১০,০০,০০০/-

১	২	৩
(চ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৪ এ Directors' fees এ "Honorarium for attending meeting" বাবদ খরচ ১৩,০৬,৪০০ টাকা দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত ১৩,০৬,৪০০ টাকা হতে ১৫% হাওে ভ্যাট বাবদ $(১৩,০৬,৪০০ \times ১৫ \div ১১৫) = ১,৭০,৪০০$ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় $(১৩,০৬,৪০০ - ১,৭০,৪০০) = ১১,৩৬,০০০$ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১১,৩৬,০০০/-
(ছ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় $(ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ) =$	৬৮,৬৮,৭৪,০৪৩/-
(জ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর $(খ+গ+ঘ+ঙ+চ) : (১১,৮২,৫৬,৯০৯ \times ৩৭.৫\%) =$	৪,৪৩,৪৬,৩৪১/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২০,৮১,৬০,০৯৯/-
(ঞ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর $(জ+ঝ) =$	২৫,২৫,০৬,৪৪০/-
(ট)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর $(ঞ-ঝ) =$	৪,৪৩,৪৬,৩৪১/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ৩৭.৫% হার ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ (এ), ধারা ৫৩ ই (১) এবং ধারা ৫৩ (কে) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ

টিআইএন : ৩৫৭৭৭৭৩২৮৫৪৮

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৪/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৩১৭,৭৫,৩৭,৮৮৫/- (২) লভ্যাংশ আয় = ৭৪,২৭,৯৮৭/-	৩১৮,৪৯,৬৫,৮৭২/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৯, Rent, taxes, insurance, electricity, etc. head এ “Rent” বাবদ ৩৩,২৫,০৪,১১৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ৩৩,২৫,০৪,১১৮ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ (৩৩,২৫,০৪,১১৮×১৫÷১১৫) = ৪,৩৩,৭০,১০২ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় (৩৩,২৫,০৪,১১৮ - ৪,৩৩,৭০,১০২) = ২৮,৯১,৩৪,০১৬ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২৮,৯১,৩৪,০১৬/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ এ “Publicity and Advertisement” বাবদ ১৩,১৮,৬৪,৩৮৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ১৩,১৮,৬৪,৩৮৯ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ (১৩,১৮,৬৪,৩৮৯×১৫÷১১৫) = ১,৭১,৯৯,৭০৩ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় (১৩,১৮,৬৪,৩৮৯ - ১,৭১,৯৯,৭০৩) = ১১,৪৬,৬৪,৬৮৬ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(কে) অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১১,৪৬,৬৪,৬৮৬/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৮ এ Other expense head এ “Business development” expenses বাবদ ৭,৫১,৭১,১৪১ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (২) অনুযায়ী কোম্পানীর পণ্য বিপণন/বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধে দাবিকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৭,৫১,৭১,১৪১/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ) =	৩৬৬,৩৯,৩৫,৭১৫/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ+ঘ) : (৪৭,৮৯,৬৯,৮৪৩ × ৩৭.৫%)=	১৭,৯৬,১৩,৬৯১/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১১৯,৩০,৬২,৩০৪/-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ+ছ)=	১৩৭,২৬,৭৫,৯৯৫/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (জ-ছ) =	১৭,৯৬,১৩,৬৯১/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ৩৭.৫% হার ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫৩ (এ), ধারা ৫৩ ই (২) এবং ধারা ৫৩ (কে) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ এপেক্স ফুটওয়্যার লিঃ

টিআইএন : ৪৬৭২৬৯৯৫৫৯৬৬

আয় বর্ষ : ০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৫/০১/২০১৯ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় (রপ্তানি আয় ব্যতীত): (১) ব্যবসা হতে আয় (লোকাল) = ১০,৫৩,৫০,৯৪১/- (২) ব্যবসা হতে আয় (৮২ সি ধারায়) = ৬৬,১৩,১৩,৫৪৪/- (৩) লভ্যাংশ আয় = ১৪,২৭,৯৫৪/- (৪) সুদ আয় (এক্সপোর্ট) = ২,৪৬,৬৬৭/- (৫) সুদ আয় (লোকাল) = ৫,৩২,৬৩১/- (৬) ডিসপোসাল অফ ফিক্সড এসেটস (লোকাল) = ৭৯,৯৯৪/-	৭৬,৮৯,৫১,৭৩১/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২২ এ Creditor for other Services head এ “Technical Know-How” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ১১,৪৫,৭৪,৯৯৩ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এইচ) অনুযায়ী কোম্পানির নিরীক্ষিত এ্যানুয়াল রিপোর্টে প্রদর্শিত নীট প্রফিট (বিফোর ট্যাক্স) ২৪,৩৭,৬৬,১৬১ টাকার ৮% হারে ১,৯৫,০১,২৯৩ টাকা “Technical Know-How” অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত (১১,৪৫,৭৪,৯৯৩ - ১,৯৫,০১,২৯৩) = ৯,৫০,৭৩,৭০০ টাকা কোম্পানির অন্যান্য আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৯,৫০,৭৩,৭০০/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২২, Creditor for other Services head এ “Clearing & Forwarding” বাবদ ৭,৪৪,৭৫,৭৭৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ (এএএ) ধারা অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৭,৪৪,৭৫,৭৭৯/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২২, Creditor for other Services head এ “Sales Commission” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ৭,৩৯,১৮,৬৪৬ টাকা। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই(১) অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৭,৩৯,১৮,৬৪৬/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ)=	১০১,২৪,১৯,৮৫৬/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (রপ্তানি আয় ব্যতীত) (খ+গ+ঘ): (২৪,৩৪,৬৮,১২৫× ২৫%)=	৬,০৮,৬৭,০৩১/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১০,৯৫,০২,৩৪২/-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ+ছ)=	১৭,০৩,৬৯,৩৭৩/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (জ-ছ) =	৬,০৮,৬৭,০৩১/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ২৫% হার ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৩০ (এইচ), ধারা ৫২ (এএএ) এবং ৫৩ ই (১) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ কোটস্ বাংলাদেশ লিঃ
 টিআইএন : ১১৭৫৩৯৫১২৮৬৫
 আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ
 করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ
 পর্যায় : কোম্পানি
 ধারা : ৮২ বিবি রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৩/১২/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৬৬,৪১,০৪,৯৬৬/- (২) অন্যান্য সূত্রের আয় = ৭০,৪৪,৮৩৬/-	৬৭,১১,৪৯,৮০২/-
(খ)	করদাতা কোম্পানি কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৬.২ এ Factory Overhead খাতে “Contract labour cost” বাবদ খরচ ৭,১০,৯২,৮২৪ টাকা, নোট-৮ এ “Selling & distribution” head এ “Contract labour cost” বাবদ খরচ ৩,৭০,৩৮,০৬৫ টাকা এবং এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৯ “Administrative” head এ “Contract labour cost” বাবদ খরচ ৯৬,১৫,২৩৭ টাকা দাবি করা হয়েছে। সর্বমোট দাবি করা হয়েছে (৭,১০,৯২,৮২৪ + ৩,৭০,৩৮,০৬৫ + ৯৬,১৫,২৩৭) = ১১,৭৭,৪৬,১২৬ টাকা। উক্ত খরচটি করদাতা কোম্পানী কর্তৃক যে সকল দক্ষ, অদক্ষ জনশক্তি সরাসরি নিয়োগ না করে পণ্যের বিনিময়ে কোম্পানির বিবিধ কাজে জনশক্তি নিয়ে সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করা হয়। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী গ্রস বিল এমআউন্ট এর উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। এ ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১১,৭৭,৪৬,১২৬/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৬.২, Factory Overhead খাতে “Premises Costs” বাবদ খরচ ৩,৬৩,৮৭,৫৮১ টাকা, নোট-৮ এ “Selling & distribution” খাতে “Premises Costs” বাবদ খরচ ৫,৭৩,৫০,৬০৬ টাকা এবং নোট-৯ Administrative খাতে “Premises Costs” বাবদ খরচ ১,৫৫,৭৪,১৫৬ টাকা দাবি করা হয়েছে। সর্বমোট দাবি করা হয়েছে (৩,৬৩,৮৭,৫৮১ + ৫,৭৩,৫০,৬০৬ + ১,৫৫,৭৪,১৫৬) = ১০,৯৩,১২,৩৪৩ টাকা যা ভাড়া হিসেবে বিবেচিত। দাবিকৃত খরচ ১০,৯৩,১২,৩৪৩ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ (১০,৯৩,১২,৩৪৩ × ১৫ ÷ ১১৫) = ১,৪২,৫৮,১৩২ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় (১০,৯৩,১২,৩৪৩ - ১,৪২,৫৮,১৩২) = ৯,৫০,৫৪,২১১ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৯,৫০,৫৪,২১১/-

১	২	৩
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৬.২ এ “Legal & Professional fees” বাবদ খরচ ১,৩১,২৫,৩১৭ টাকা, নোট-৮ এ “Legal & Professional fees” বাবদ খরচ ১,৯৪,৯২৫ টাকা এবং নোট-৯ এ “Legal & Professional fees” বাবদ খরচ ৭৭,০৪,৫৯৮ টাকা দাবি করা হয়েছে। সর্বমোট দাবি করা হয়েছে (১,৩১,২৫,৩১৭ + ১,৯৪,৯২৫ + ৭৭,০৪,৫৯৮) = ২,১০,২৪,৮৪০ টাকা। দাবিকৃত ব্যয় ২,১০,২৪,৮৪০ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ (২,১০,২৪,৮৪০ × ১৫ ÷ ১১৫) = ২৭,৪২,৩৭০ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় (২,১০,২৪,৮৪০ - ২৭,৪২,৩৭০) = ১,৮২,৮২,৪৭০ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,৮২,৮২,৪৭০/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ) =	৯০,২২,৩২,৬০৯/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ+ঘ) : (২৩,১০,৮২,৮০৭ × ১৫%) =	৩,৪৬,৬২,৪২১/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১০,২০,৮১,৪৩৮/-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ+ছ) =	১৩,৬৭,৪৩,৮৫৯/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (জ-ছ) =	৩,৪৬,৬২,৪২১/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ১৫% হার ধরা হয়েছে

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ (এএ), ধারা ৫৩ (এ) এবং ধারা ৫৩ (এএ) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ

টিআইএন : ৭৯৩১৯৬১৯১৭১৬

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২ বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১২/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ১৩২,২১,৪৮,০৫৭/- (২) লভ্যাংশ আয় = ২,৬৯,৫৮,৫৬২/- (৩) মূলধনী আয় = ২৯৯/-	১৩৪,৯১,০৬,৯১৮/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৭ এ “Publicity & Advertisement” বাবদ ৮১,৬৮,৪৬৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ৮১,৬৮,৪৬৯ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ (৮১,৬৮,৪৬৯×১৫÷১১৫) = ১০,৬৫,৪৫২ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় (৮১,৬৮,৪৬৯-১০,৬৫,৪৫২) = ৭১,০৩,০১৭ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(কে) অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৭১,০৩,০১৭/-
(গ)	গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৫ এ “Legal & Professional expenses” বাবদ ৩০,৪২,৯৮৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ৩০,৪২,৯৮৯ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ (৩০,৪২,৯৮৯×১৫÷১১৫) = ৩,৯৬,৯১২ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় (৩০,৪২,৯৮৯ - ৩,৯৬,৯১২) = ২৬,৪৬,০৭৭ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২৬,৪৬,০৭৭/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ) =	১৩৫,৮৮,৫৬,০১২/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ) : (৯৭,৪৯,০৯৪ × ৩৭.৫%)=	৩৬,৫৫,৯১০/-
(চ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৫০,১১,৯৭,২৭৯/-
(ছ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঙ+চ)=	৫০,৪৮,৫৩,১৮৯/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ছ-চ) =	৩৬,৫৫,৯১০/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ৩৭.৫% হার ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ (এএ) এবং ধারা ৫৩ (কে) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ ইন্টার্ন ব্যাংক লিঃ

টিআইএন : ৩৭১৯৯৬৮১৬৮০৭

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৩৬১,৬৭,৯৪,৬৪৭/- (২) লভ্যাংশ আয় = ৮২,৪৫,৫৩,৯৯৭/- (৩) ট্যাক্সড লভ্যাংশ = ৬,৭১,৩২,৩৩৩/- (৪) শেয়ার বিক্রয় হতে আয় = ৮৩,৪৮,৩৩১/- (৫) লস ফ্রম গভঃ সিকিউরিটিজ = (৩,৫৪,১০০)	৪৫১,৬৪,৭৫,২০৮/-
(খ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৩.৭ এ “Provision for rebate to good borrowers” বাবদ চলতি বর্ষে প্রভিশন করা হয়েছে ১,০৪,১৪,৪১৫ টাকা। প্রভিশনকৃত টাকার বিপরীতে কোন পরিশোধ নাই। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করে রাখা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এ ধরনের কোন বিধান রাখা হয়নি বিধায় উক্ত অতিরিক্ত অর্থ মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,০৪,১৪,৪১৫/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩০ এ Salary & allowances head এ “Performance Bonus” বাবদ খরচ ২৫,৯০,০০,০০০ টাকা দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (১) অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়া আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২৫,৯০,০০,০০০/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ) =	৪৭৮,৫৮,৮৯,৬২৩/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ) : (২৬,৯৪,১৪,৪১৫ × ৩৭.৫%)=	১০,১০,৩০,৪০৬/-
(চ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১৫২,২০,৪৩,৬২৫/-
(ছ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঙ+চ)=	১৬২,৩০,৭৪,০৩১/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ছ-চ) =	১০,১০,৩০,৪০৬/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ৩৭.৫% হার ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫৩ ই(১) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ

টিআইএন : ৭৮৪৬২৮১২৬৪০৩

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: ব্যবসা হতে আয়- ১৪৬,০৯,৬৭,৩২৩/-	১৪৬,০৯,৬৭,৩২৩/-
(খ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৩.৪ Manufacturing labour and overhead এ “Security guard expense” বাবদ ২,০১,২৩,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী গ্রস এমআউন্টের উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি বিধায়, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২,০১,২৩,০০০/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৬ Administrative Expenses head এ “Legal & Professional charges” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ৫৫,৮৫,০০০ টাকা। দাবিকৃত খরচ ৫৫,৮৫,০০০ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ (৫৫,৮৫,০০০×১৫÷১১৫) = ৭,২৮,৪৭৮ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় (৫৫,৮৫,০০০ - ৭,২৮,৪৭৮) = ৪৮,৫৬,৫২২ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৪৮,৫৬,৫২২/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৬ Administrative Expenses head এ “Subscription” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ১০,৯৫,০০০ টাকা দাবীকৃত ব্যয় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়েছে কিনা বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয়েছে কিনা সে সংক্রান্ত কোন তথ্য- প্রমাণাদি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি, বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় অনুদান, চাঁদা, এ্যাওয়ার্ড বাবদ কোনো খরচ হিসেবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অননুমোদনযোগ্য নয়। এমতাবস্থায়, উক্ত খরচ কোম্পানির আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১০,৯৫,০০০/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ) =	১৪৮,৭০,৪১,৮৪৫/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ+ঘ) : (২,৬০,৭৪,৫২২ × ২৫%)=	৬৫,১৮,৬৩০/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৩৬,৫২,৪১,৮৩০/-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ+ছ)=	৩৭,১৭,৬০,৪৬০/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (জ-ছ)=	৬৫,১৮,৬৩০/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপর ২৫% হার ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫২ (এএ) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ মেঘনা ব্যাংক লিঃ

টিআইএন : ৬৯৮৭৮৫৯৭৭৭৩০

আয় বর্ষ : ০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২ বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৬৩,৫৫,৯৭,১৭৪/- (২) লভ্যাংশ আয় = ২,৯৯,৮২,৫৭৩/- (৩) মূলধনী আয় = ২,২০,০০,৫৫৩/-	৬৮,৭৫,৮০,৩০০/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৩ এ “Publicity & Advertisement” বাবদ ৯০,০৩,৩৪৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ৯০,০৩,৩৪৩ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ (৯০,০৩,৩৪৩ × ১৫÷১১৫) = ১১,৭৪,৩৪৯ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় (৯০,০৩,৩৪৩ - ১১,৭৪,৩৪৯) = ৭৮,২৮,৯৯৪ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(কে) অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৭৮,২৮,৯৯৪/-
(গ)	গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৫ এ “Directors Fees” বাবদ খরচ ২৮,১৬,০০০ টাকা দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচ ২৮,১৬,০০০ টাকা হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ (২৮,১৬,০০০×১৫÷১১৫) = ৩,৬৭,৩০৮ টাকা বাদে নীট করযোগ্য ব্যয় (২৮,১৬,০০০ - ৩,৬৭,৩০৮) = ২৪,৪৮,৬৯২ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২৪,৪৮,৬৯২/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ) =	৬৯,৭৮,৫৭,৯৯০/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ) : (১,০২,৭৭,৬৯০ × ৩৭.৫%)=	৩৮,৫৪,১৩৪/-
(চ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২৪,৬৫,৪৫,৫১০/-
(ছ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঙ+চ)=	২৫,০৩,৯৯,৬৪৪/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ছ-চ) =	৩৮,৫৪,১৩৪/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ৩৭.৫% হার ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ (এএ) এবং ধারা ৫৩ (কে) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ একে খান পেনফেলিক কোং লিঃ

টিআইএন : ৮৬৪১৮৮১৮৭১৯০

আয় বর্ষ : ০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ২৬/০২/২০১৯খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৩,৫৭,৯৪,৯২০ (২) ফাইন্যান্স হতে আয় = ৬,১৬,৪৫৮	৩,৬৪,১১,৩৭৮/-
(খ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৬.১ Manufacturing Overhead এ “Factory Rent” বাবদ খরচ দাবি করা হয়েছে ৫,৩৫,৯৩,৬২১ টাকা। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫,৩৫,৯৩,৬২১/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৮ এ Selling expenses head এ “Sales Comission expense” বাবদ ৫,৪০,২২,০২৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই(১) অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি বিধায়, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫,৪০,২২,০২৭/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৮ এ Selling expenses head এ “Annual Royalty expense” বাবদ ৬৭,৫২,৭৫৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এইচ) অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদর্শিত প্রফিট এর ৮% অননুমোদনযোগ্য। করদাতা কোম্পানী কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদর্শিত নীট প্রফিট (বি'ফর ট্যাক্স) ৫,৮৩,১৩,৯৮৬ টাকা। সুতরাং ৮% হিসাবে প্রদর্শিত নীট প্রফিট (বি'ফর ট্যাক্স) এর উপর (৫,৮৩,১৩,৯৮৬×৮%) = ৪৬,৬৫,১১৯ টাকা অননুমোদনযোগ্য। করদাতা কোম্পানী কর্তৃক অননুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত ব্যয় (৬৭,৫২,৭৫৩ - ৪৬,৬৫,১১৯) = ২০,৮৭,৬৩৪ টাকা যা কোম্পানীর আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২০,৮৭,৬৩৪/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ) =	১৪,৬১,১৪,৬৬০/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ+গ+ঘ) : (১০,৯৭,০৩,২৮২ × ১৫%)=	**১,৬৪,৫৫,৪৯২/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৫৫,৮৪,৯৯৮/-

১	২	৩
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ+ছ)=	২,২০,৪০,৪৯০/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর =	৯১,৩০,৪৯৯/-
(ঞ)	করদাতা কর্তৃক কম পরিশোধকৃত আয়কর (জ-ঝ) =	*১,২৯,০৯,৯৯১/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৮-১৯ অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয়ের উপরে ১৫% হার ধরা হয়েছে।

*নোট: ২০১৮-২০১৯ কর বর্ষে আয়কর অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (৯১,৩০,৪৯৯ - ৫৫,৮৪,৯৯৮) = ৩৫,৪৫,৫০১ টাকা যা করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর এ সমন্বয় করা হয়েছে। **অর্থাৎ (*১,২৯,০৯,৯৯১ + ৩৫,৪৫,৫০১) = ১,৬৪,৫৫,৪৯২ টাকা।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৩০ (এইচ), ধারা ৫৩ (এ) এবং ধারা ৫৩ ই (১) এর লঙ্ঘন।

তারিখ: ২৪/১০/১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৭/০২/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ


মোঃ বদিউজ্জামান
মহাপরিচালক
রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।